CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-3 ■ 4 October, 2024 ■ আগরতলা ৪ অক্টোবর, ২০২৪ ইং ■ ১৭ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পিএম একতা মলের ভূমিপূজা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের উৎপাদিত পণ্য দেশের বাজারে পরিচিতির সুযোগ সৃষ্টি হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রায়শই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বার্তা দিয়ে থাকেন। আর বৈচিত্র্যের মধ্য ঐক্যের এই চিন্তাধারা নিয়েই দেশের ২৮টি রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যেও পিএম একতা মল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ হাঁপানিয়ায় পুরাতন জুটমিল মাঠে পিএম একতা মলের ভূমি পূজন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একতা মলে রাজ্যের উৎপাদিত পণ্যের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্যের উৎপাদিত শ্রেষ্ঠ পণ্যগুলি প্রদর্শিত হবে। ফলে রাজ্যের উৎপাদিত পণ্যগুলি দেশের অন্য রাজ্যের কাছে সুপরিচিতি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাতে রাজ্যের উৎপাদিত পণ্যগুলি বাজারজাতকরণেরও একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে। ফলে রাজ্যের শিল্পী ও কারিগরদের আর্থসামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নের পথও খুলে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আধুনিক মল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয় রয়েছে তা সবই এই একতা মলে সংযুক্ত করা হয়েছে। মলটি গড়ে উঠলে এই এলাকাটিও বিভিন্নভাবে উপকৃত হবে। সকলকে একসূত্রে বাঁধার অভিনব প্রয়াস হচ্ছে এই একতা মল। এই মলের মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নেরও সম্ভাবনা রয়েছে। একতা মলের নির্মাণ কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করতে নির্মাণ সংস্থাকে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, আজকের দিনটি রাজ্যের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। একতা মলটি গড়ে উঠলে শুধু ত্রিপুরা নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পী ও কারিগররাও উপকৃত হবেন। এই মলটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজ্যের 'ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট'-এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের রাবার, বাঁশকে কেন্দ্র করে শিল্প স্থাপনের উপর সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে রাজ্য সরকারও আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার ড. শৈলেশ কুমার যাদব বলেন, ৪.১৮ একর এলাকা নিয়ে এই একতা মলটি গড়ে তোলা হবে। একতা মল নির্মাণে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। একতা মলে রাজ্যের প্রত্যেক জেলার জন্য যেমন স্টল থাকবে তেমনি প্রত্যেক রাজ্যের জন্যও স্টল থাকবে। বহুতল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলা সহ চার ভাষাকে শাস্ত্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর ।। বাংলা, মারাঠি, পালি, প্রাকৃত, অসমীয়াকে শাস্ত্রীয় ভাষার মর্য্যাদা দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা মারাঠি, পালি, প্রাকৃত, অসমীয়া এবং বাংলা ভাষাকে শাস্ত্রীয় ভাষার মর্য্যাদা দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে। শাস্ত্রীয় ভাষাগুলি ভারতের গভীর এবং প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রক্ষক হিসাবে কাজ করে, প্রতিটি সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক মাইলফলকের সারাংশকে মূর্ত করে। এখনো পর্য্যন্ত ভারত সরকার বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু ভাষাকে শাস্ত্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। ২০০৪ সালের ১২ অক্টোবর প্রথম তামিল ভাষাকে শাস্ত্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তারপর ২০০৫ সালে সংস্কৃত ভাষাকে, ২০০৮ সালে তেলেগু এবং কান্নডা, ২০১৩ সালে মালায়ালম এবং শেষ ২০১৪ সালে ওড়িয়া ভাষাকে শাস্ত্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

শিক্ষা মন্ত্রনালয় শাস্ত্রীয় ভাষা প্রচারের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সংস্কৃত ভাষার প্রচারের জন্য সংসদের একটি আইনের মাধ্যমে ২০২০ সালে তিনটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন তামিল গ্রন্থের অনুবাদের সুবিধার্থে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এবং তামিল ভাষার পণ্ডিতদের জন্য গবেষণার প্রচার এবং কোর্সের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ক্লাসিক্যাল তামিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শাস্ত্রীয় ভাষার অধ্যয়ন এবং সংরক্ষণকে আরও উন্নত করার জন্য, মাইসুরুতে ভারতীয় ভাষাগুলির কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউটের পৃষ্ঠপোষকতায় ধ্রুপদী, কন্নড়, তেলেগু, মালায়ালম এবং ওড়িয়ায় অধ্যয়নের জন্য কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই উদ্যোগগুলি ছাড়াও, শাস্ত্রীয় ভাষার ক্ষেত্রে কৃতিত্বগুলিকে স্বীকৃতি দিতে এবং উতাহিত করার জন্য বেশ কয়েকটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে।

বিভিন্ন ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ মানিক সরকারের

মানুষকে বিভ্রান্ত করতে জনসম্মুখে আবোল তাবোল বলছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর ।। ত্রিপুরায় শারদোৎসবকে ঘিরে উন্মাদনার মাঝে রাজনীতির পারদ চড়ালো সিপিএম। আগরতলায় প্রতিবাদ মিছিল শেষে পথসভায় নারী নির্য্যাতন, আইন শৃঙ্খলা, দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি সহ একাধিক ইস্যুতে শাসক দল বিজেপি এবং ত্রিপুরা সরকারকে চাঁচাছোলা ভাষায় বিঁধলেন মানিক সরকার, জিতেন্দ্র চৌধুরীরা। তাঁদের দাবি, ত্রিপুরার মানুষের দুর্দশার জন্য বিজেপি দায়ী।

আজ পথসভায় পুরনো খুনের মামলায় পুনরায় তদন্ত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার। তাঁর কথায়, পুরনো খুনের মামলার তদন্ত করতে কেউ আপত্তি করেনি। আইন মেনে তদন্ত করুন। জনগণও চায় পুনরায় তদন্ত করে সত্যের মুখোমুখি হতে। আসলে মুখ্যমন্ত্রী মানুষকে বিভ্রান্ত করতে জনসম্মুখে আবোল তাবোল বলছেন, কটাক্ষ করেন মানিক সরকার।

এদিন তিনি বলেন, প্রতিনিয়ত রাজ্যের নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। বিভিন্ন জায়গায় নারীরা নির্য্যাতনের শিকার হচ্ছেন। কিন্তু তদন্ত করে দেখা যাচ্ছে ওই ঘটনায় শাসক দলের একাংশ জড়িত রয়েছেন। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবিষয়ে তাঁর কাছে সমস্ত তথ্য থাকলেও নীরব ভূমিকা পালন করছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুর থানায় ডিজিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩ অক্টোবর।। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন কল্যাণপুর থানা পরিদর্শন করেন। রাজ্য পুলিশ এর ডি জির সাথে ছিলেন খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার রমেশ কুমার যাদব, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রবীর পাল , মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্না লাল সেন , কল্যাণপুর থানার ওসি তাপস মালাকার প্রমুখ।

মূলত জানা গেছে দুর্গা পুজোয় সার্বিক শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং প্রশাসনিক একাধিক কারনে রাজ্য পুলিশ এর মহা নির্দেশক রাজ্যের প্রতি টি থানা এবং পুলিশ ক্যাম্পেই ঘুরছেন। এরই অঙ্গ হিসাবে বৃহস্পতিবার তিনি কল্যাণপুর থানা তে এলেন। রাজ্য পুলিশ এর মহা নির্দেশক জানান নিজেদের মধ্যে পুলিশ এর যে সিস্টেম, পরিকাঠামো গত সমস্যা রয়েছে এবং আইন শৃঙ্খলা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলতেই তার কল্যাণপুর থানা সফর।

তিনি বলেন গত ১০ বছরের তুলনায় এই বছর অপরাধ এর রেট অনেক কম। তিনি জানান পেশাগত ভাবে ত্রিপুরা পুলিশ যে শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব কে নির্ভিগ্নে সম্পন্ন করতে পুলিশ একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রতি থানা এবং রিজার্ভ এ অতিরিক্ত বাহিনী আসতে চলেছে। ডিজি বলেন চাঁদার জুলুম বাজি কোন ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। এমন কোন খবর এলে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পুলিশ কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ডি জির সফর কালীন সময়ে থানার গাড়ি, ক্যান্টিন ইত্যাদির ব্যাপারেও আলোচনা হয়।

পাথর বোঝাই লরি থেকে উদ্ধার ৫০ লাখের নেশা সামগ্রী, ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর ।। পাথর বোঝাই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৫০ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ। সাথে চালক ও সহচালককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশের কাছে গোপনে খবর আসে বহিঃরাজ্য থেকে একটি পাথর বোঝাই গাড়ি বিপুল পরিমাণে নেশা সামগ্রী নিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করছে। তাদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে আগরতলা। যথারীতি প্রাপ্ত খবরের উপর ভিত্তি করে মুঙ্গিয়াকামী থানার ওসি গৌতম দেববর্মা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং ডি.সি.এম বিশ্বজিৎ মজুমদার ৪১ মাইল নাকা এলাকায় উৎ পেতে বসে থাকেন। পরবর্তী সময়ে এনএল০১এএফ৬১৮৭ নম্বরের গাড়িটি দেখা মাত্রই পুলিশ গাড়িটিকে দাঁড় করিয়ে পাথর আনলোড করে। তারপর দেখতে পায় ৫৪ টি গোলাপি রঙ্গের বাক্স এবং ১৮ টি নীল বাক্স। যথারীতি এগুলি তল্লাশি করে দেখতে পায় বাক্স গুলির মধ্যে বিপুল পরিমাণে ফেন্সিডিল এবং এসকফ সিরাপ রয়েছে।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন জানিয়েছেন, বাজেয়াপ্ত কৃত নেশা সামগ্রীর পরিমাণ আনুমানিক ৫০ লক্ষাধিক টাকা হবে। তাছাড়া তিনি জানিয়েছেন, গাড়িতে থাকা গাড়ি চালক এবং সহচালককে আটক করেছে পুলিশ। যদিও তদন্তের স্বার্থে এই নেশা সামগ্রী গুলি কোথা থেকে এসেছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল সে বিষয়ে স্পষ্টিকরণ দেয় নি পুলিশ।

৪৭ কেজি গাঁজা সহ আটক মহিলা চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর ।। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে খোয়াই থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৪৭ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। সাথে গাড়ির চালককে আটক করে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে থানায় খোয়াই থানায় খবর আসে নতুন মারুতি গাড়িতে করে গাঁজা পাচার হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে খোয়াই থানার অন্তর্গত চেরমা পুলিশ নাকা পয়েন্টে এলাকায় উৎ পেতে বসে থাকে পুলিশ। ওই সময় সন্দেহভাজন একটি গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে তার গোপন চেম্বার থেকে ৪৭ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। সাথে গাড়ি চালক রজনী দেববর্মাকে আটক করা হয়েছে।

জেআরবিটি বোর্ডে দিব্যাঙ্গ চাকরি প্রার্থীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর ।। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন দাবিতে জেআরবিটি বোর্ডে ডেপুটেশন প্রদান করে দিব্যাঙ্গ চাকুরী প্রার্থীরা। দিব্যাঙ্গচাকুরী প্রার্থীদের গ্রুপ ডি পদে মেরিট লিস্ট প্রকাশ করা , কাট অফ মার্কস কত ছিল তা জানানোর দাবিতে জেআরবিটি বোর্ডে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

তাদের দাবি গুলি হল, গ্রুপ ডি পদে যে মেরিট লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে তার পাশাপাশি অপেক্ষামান তালিকাও প্রকাশ করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দশ বছর পূর্ণ হল প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.) ।। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয় মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের দশ বছর পূর্ণ হলো। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাবনা দেশের জনগণের সঙ্গে ভাগ করে নেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও নাগরিকদের মধ্যে আলাপচারিতার এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে এই মাসিক বেতার অনুষ্ঠানটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান "মন কি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্মবিরতির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.) ।। জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির বিরুদ্ধে এ বার মামলা হল কলকাতা হাই কোর্টে। অভিযোগ, কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। আইনের বাইরে গিয়ে তাঁরা কর্মবিরতি পালন করছেন। হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চে শুক্রবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। আর জি কর হাসপাতালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্যা ও মূল্যবৃদ্ধি মৎশিল্পে ভাটার টান, চিন্তিত শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর ।। শারদীয় উৎসবের প্রাক মুহূর্তে গ্রামীন এলাকার জনজীবন একেবারে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সমাজের অধিকাংশ মানুষের বহুমুখী সমস্যায় এখন জর্জরিত। বিশেষ করে প্রথমত, মৃৎ- শিল্পীদের। সারা বছরের জন্য অপেক্ষায় থাকে মৃৎশিল্পী যারা প্রত্যেকেই। তার কারণ, দুর্গা মূর্তি নির্মাণ করে যা কিছু টাকা সংগ্রহ করা যায় এতে করে সারা বছরের জন্য এটাই একমাত্র আয়ে উৎসব এই অবস্থায়, গোটা সোনামুড়া মহকুমা জুড়ে যে সমস্ত মৃৎশিল্পীরা আছেন তাদের এখন ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কারণ একদিকে চলছে বৃষ্টি প্রতিদিন, আকাশ মেঘে ঢাকা- সূর্য্যের দেখা নেই ! থেমে থেমে বৃষ্টি, আবার কখনো ভারী বৃষ্টি। বিগত কয়েকদিন ধরে প্রাকৃতিক অবস্থা এমনই। এই অবস্থায় মূর্তি শুকানো বড়ই কষ্টকর হচ্ছে। অপরদিকে, দুর্গামূর্তির কাঠামো নির্মাণ করতে গিয়ে বিগত বছরের তুলনায় খরচ অনেকটাই বেড়েছে, এমনটাই মৃৎশিল্পীদের অভিযোগ।কিন্তু সেই তুলনায় প্রতিমার মূল্য পাওয়া যায় না দুর্গা পূজা উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে। তার কারণ, দ্রব্যমূল্য মূল্য বৃদ্ধি হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেই তুলনায় সার্বজনীন পূজা কমিটি গুলির ঠিকমতো চাদা আদায় করাও এবারে কষ্টকর হচ্ছে। চাদা যারা অন্যান্য বছর দিয়ে থাকেন, তাদের অভিযোগ হচ্ছে যথেষ্ট অর্থ সংকট।

অর্থ সংকটের কারণ ও বহুমুখী, যেমন প্রতিদিন বৃষ্টি থাকার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ প্রায় গৃহবন্দী। সরকারি কাছ থেকে শুরু করি এমনকি বেসরকারি কাজে এই বৃষ্টির মধ্যে সম্ভব না। অন্যদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবকিছু মিলিয়ে এবারের শারদীয় উৎসব আদৌ কেমন যায় সেটা অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, যা বিগত পূজার সময়তে এমনটা সমাজে বুঝা যায়নি।অপরদিকে পূজার বাকি আর চার থেকে পাঁচ দিন। বিভিন্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ৪ অক্টোবর ২০২৪ ইং
১৭ আশ্বিন, শুক্রবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

কড়া সমালোচনায় ভারত

ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের অজুহাতে ভারতকে "বিশেষ উদ্বেগের দেশ" হিসাবে বর্ণনা করিয়াছে আমেরিকা। যদিও ইউএস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম- এর এই রিপোর্টকে "বিদ্বেষপূর্ণ" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং সংস্থাটিকে "পক্ষপাতদুষ্ট রাজনৈতিক এজেন্ডা " বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এই প্রতিক্রিয়া জানাইয়ানছেন। রণধীর জয়সওয়াল আরও যোগ করিয়াছেন যে, 'তথ্যগুলিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হইতেছে। ভারত সম্পর্কে একটি অনুপ্রাণিত বর্ণনা করা হইতেছে। ভারত এই বিদ্বেষপূর্ণ রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, যাহা শুধুমাত্র ইউএসসিআইআরএফকে আরও অসম্মানিত করে।'ইউএসসিআইআরএফকে 'এই ধরনের এজেন্ডা চালিত প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকিবার জন্য' আহ্বান জানান জয়সওয়াল। এই সংস্থাটিকে 'যুক্তরাষ্ট্রে মানবাধিকারের সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে আরও গঠনমূলকভাবে ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিয়াছেজয়সওয়া এই রিপোর্টে স্বাধীনতার পর থেকে দেশে কীভাবে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বাড়িতেছে তাহা তুলিয়া ধরা
হইয়াছে। আরও তুলিয়া ধরা হইয়াছে কীভাবে ২০২৪ জুড়িয়া বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ধর্মের নাম হত্যা হইতেছে। ধর্মীয় নেতাদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর এবং উপাসনালয় ভাঙিয়া ফেলা হইতেছে। ঘটনাগুলি ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘন করে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করিবার জন্য ভারতের আইনি কাঠামোর পরিবর্তন এবং প্রয়োগ করা হইতেছে বলিয়াও উল্লেখ করা
হইয়াছে। এর মধ্যে রহিয়াছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, অভিন্ন নাগরিক আইনের উল্লেখ করা
হইয়াছে।ইউ এস কমিশনের এই রিপোর্টের জবাবে কড়া প্রতিক্রিয়া দেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা বাংলাদেশকে নানাভাবে আশ্রয় প্রশ্রয় দিতে গিয়া ভারতকে অপদস্ত করিতে এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন। আমেরিকা নিজেকে যত শক্তিশালী দেশ বলিয়া মনে করুক না কেন ভারত কোন অংশেই দুর্বল নয় বলিয়া মনে করেন দেশবাসী।ভারতের তরফ করিতে আমেরিকাকে মোক্ষম জবাব দেওয়ায় দেশবাসী খুশি। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করিতে সরকারের পাশে দেশবাসী সর্বত্রই থাকিবে বলিয়া বিভিন্ন মহল হইতে অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। দেশবাসীর এই মানসিকতা দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে খুবই সময়োপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

সেনেগালের প্রধান কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল আলিউ সিসেকে

ডাকার, ৩ অক্টোবর (হি.স.): সেনেগাল কোচ হিসেবে আলিউ সিসের চুক্তি আর পুনর্নবীকরণ হচ্ছে না। সেনেগালিজ ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তারা বুধবার রাতে তা নিশ্চিত করেছেন। দলের দায়িত্বে থাকা সিসে একটি ভালো স্পেল শেষ করেছেন। যাতে আছে প্রথম আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস শিরোপা এবং দুটি বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন আছে। আয়োজক আইভরি কোস্টের কাছে পেনাল্টিতে হেরে যাওয়ার পর ২০২৩ সালের কাপ অফ নেশনসে সেনেগালের বিস্ময়কর শেষ ১৬ থেকে বিদায় নেওয়ার পর আলিউ সিসের কাছে ক্রমবর্ধমান একটা চাপ ছিল, সেটাই বাস্তবায়িত হল।
সেনেগালিজ ফুটবল ফেডারেশন(এফএসএফ) এক বিবৃতিতে বলেছে, 'এফএসএফ আলিউ সিসিকে তার ভাল সহযোগিতা এবং তার ২০১১ সালে আসার পর থেকে বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতা তার উজ্জ্বল ফলাফলের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতে চায় এবং ভবিষ্যতের জন্য তার প্রতিটি সাফল্য কামনা করে।'

হাওড়ার রানিহাটিতে পুজো মণ্ডপে ঢুকে পড়ল পণ্যবাহী ট্রেলার, চাঞ্চল্য

রানিহাটি, ৩ অক্টোবর (হি.স.): রাতের অন্ধকারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পণ্যবাহী ট্রেলার ঢুকে পড়ল পুজো মণ্ডপে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে রানিহাটি নাবঘড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির মণ্ডপে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ স্টোনচিপ বোঝাই একটি ট্রেলার রানিহাটি মোড় থেকে কোলাঘাটের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়ে আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রেলারটি একটি পুজো মণ্ডপের ভিতরে ঢুকে পড়ে। ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পুজো মণ্ডপটি। এরপরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পাঁচলা থানার পুলিশ। পরে পুলিশ আধিকারিকদের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এই দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। পুজো উদ্যোক্তাদের কথায়, চতুর্থীর দিন পুজো উদ্বোধন হওয়ার কথা। তার আগে মহালয়ার রাতে এই ঘটনায় অনেকটাই ক্ষতি হল।

সাপোর্টার্স শিল্ড জিতে নিল ইন্টার মায়ামি

নিউ ইয়র্ক, ৩ অক্টোবর (হি.স.): কলম্বাস ক্রুকে হারিয়ে এবারের সাপোর্টার্স শিল্ড জিতে নিল ইন্টার মায়ামি। বৃহস্পতিবার সকালে এই ম্যাচে মেসিরা জিতলেন ৩-২ ব্যবধানে।
প্রথমার্ধের শেষ দিকে দুটি গোল করে মায়ামির জয়ের নায়ক মেসি। মায়ামির হয়ে আরেক তারকা লুইস সুয়ারেস করেন অন্য গোলটি। ইউরোপের ক্লাব ফুটবল মাতানোর পাশাপাশি বিশ্বকাপ ও কোপা আমেরিকা রাঙানো মেসির ঝলমলে কেরিয়ারের ৪৬তম ট্রফি এটি।
৩২ ম্যাচে ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে সাপোর্টার্স শিল্ড জিতে নিল মায়ামি। ২০২০ সালে মেজর লিগ সকারে যাত্রা শুরুর পর এই টুর্নামেন্টে তাদের প্রথম ট্রফি এটি। মেজর লিগ সকারে দুটি মূল ট্রফির একটি হল সাপোর্টার্স শিল্ড। আরেকটি হল এমএলএস কাপ।

নবরাত্রির শুভেচ্ছা অমিত শাহর

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): পবিত্র নবরাত্রির শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "সকল দেশবাসীকে পবিত্র নবরাত্রির শুভেচ্ছা। নবরাত্রি শক্তির আরাধনা, আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় এবং জগৎ জননী মা অম্বের নয়টি রূপের উপাসনার একটি মহান উতব। আমি মা দুর্গার কাছে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ, সুখ ও শান্তি কামনা করি। জয় মাতা দি!"

স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলে দিচ্ছে

পার্থ ঘোষ

'স্বচ্ছ ভারত' কেন্দ্রীয় সরকারের সব থেকে বেশি আলোচিত ও প্রচারিত প্রকল্প। ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীর দিন দিল্লির রাজঘাটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। স্বাধীনতার পর পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া এটাই সব থেকে বড় কর্মসূচি।
প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মতো ২০১৯-এর ২ অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তীতে দেশকে প্রকাশ্যে মলত্যাগমুক্ত করে তুলতে হবে। এজন্য দেশের গ্রামাঞ্চলে ১ কোটি ২০ লক্ষ শৌচাগার নির্মাণ করা হবে ১.৯৬ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে। এই সুবৃহৎ কর্মসূচি রূপায়ণে অর্থ অবশ্যই প্রয়োজন। দেশের নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের পাশাপাশি পাওয়া গেছে বিদেশের সহায়তাও। এই প্রকল্পে অর্থ যুগিয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল আইএমএফ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কও।
মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর সেই ঐতিহাসিক সংগ্রামের দিনগুলোতেই পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। ট্রান্সভাল-এ হীরের খনির শ্রমিকদের মধ্যে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার খবর পেয়ে চার অনুরাগী সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে ছুটে যান গান্ধীজি। আক্রান্তদের অধিকাংশই আফ্রিকার হলেও তাঁদের মধ্যে ছিলেন ২৩ জন ভারতীয় শ্রমিক। এদের সেবা-শুশ্রূষা করার ফাঁকেই তিনি উপলব্ধি করেন যে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অনুন্নত স্বাস্থ্যবিধি প্রভৃতি কারণে রোগ ছড়িয়েছে। এরপর রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের প্রবল বিরোধিতা ও কুৎসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বৈধব্য- বহুবিবাহ- বাল্যবিবাহের মত ধর্মীয় কুপ্রথাগুলোর বিরুদ্ধে প্রবলভাবেই লড়ে যাওয়া, প্রাচীন ধর্মঘেঁষা শিক্ষা বাতিল করে ইংরেজি ভাষা এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষার পক্ষে জোরালো সওয়াল, হিন্দু দর্শনের প্রধান ধারাগুলোকে বাগাড়ম্বর ও ভুয়ো জ্ঞান বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে দেওয়া, প্রাচীন ধ্যানধারণা ও অসার ধর্মতাত্ত্বিক কচকচির বাহক সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্যের অবসান ঘটিয়ে বাংলা ভাষাকে আধুনিক সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার উপযোগী এক স্বাবলম্বী ভাষা হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ, প্রচুর অর্থ উপার্জন করেও তা মন্দির- নির্মাণ সাধন- ভজন বা ধর্মতত্ত্বচর্চার পেছনে ব্যয় না করে সরাসরি লোকসেবায় কাজে লাগানো, নিজের সম্পত্তির "উইল"-এ ধর্মকর্মের জন্য এক পয়সাও বরাদ্দ না করা। এত বড় মাপের মানুষটির ধর্মবিশ্বাস পূর্ণাঙ্গ ও পরিশ্রমসাধ্যভাবে পুনর্নির্মাণ করার কাজটিকে প্রায় কোনও গবেষকই প্রচেষ্টাযোগ্য বলে মনে করেননি। বিদ্যাসাগরকে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী বলে প্রতিপন্ন করে লেখালিখি যে খুব কম হয়েছে, এমনটা মোটেই বলতে চাইছি না, সেটা হয়ত দরকারের চেয়ে কিছু বেশিই হয়েছে। কিন্তু যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই যে, তাঁর জীবন, উক্তি, আচরণ ও কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে প্রাপ্তব্য বিপুল পরিমাণ তথ্যভাণ্ডার থেকে ধর্ম বিষয়ে তাঁর অবস্থানটির কোনও পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্বাসযোগ্য অবয়ব কখনও যুক্তি ও বিশ্লেষণের ছেনি-হাতুড়ি সহযোগে কুঁদে বার করে আনা হয়নি। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে যে সব প্রামাণ্য জীবনী ও স্মৃতিকথা পাওয়া যায়, সেখানে ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ যে বিরল, এবং যেখানে সেই বিরল ঘটনা ঘটেছে সেখানেও তাঁর মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনুরাগ বা ভক্তি মোটেই প্রকাশ পায়নি, বরং প্রকাশ পেয়েছে প্রশ্ন-সংশয়-বিভ্রান্তি- ঔদাসীন্য- বিদ্রূপ- তাচ্ছিল্য- ক্ষোভ- এ কথা ওপরে বলেছি। এও বলেছি যে, সেগুলো সুবিদিত, অর্থাৎ বিদ্যাসাগরকে নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের কাছে এ সব কথা খুবই পরিচিত। তবু তা সত্ত্বেও তার সামান্য কিছু উল্লেখ এখানে হয়ত বা জরুরি, যাঁরা বিদ্যাসাগরকে নিয়ে তত বেশি চর্চা করেননি তাঁদের জন্য শুধু নয়, সব পাঠকের জন্যই। কারণ, তা না হলে বোধহয় বর্তমান রচনাটির যথাযথ প্রেক্ষিত রচিত হবে না। শুরু হোক তবে, একটি দুটি করে।
বিদ্যাসাগরের ধর্ম- অনীহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর বাল্যকাল থেকেই। মেদিনীপুরের এক অজ গ্রামের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও, এবং শিশুবয়েসে যথাবিহিত "পইতে" হবার পরেও, তিনি "সন্ধ্যা-আহ্নিক" করতেন না, এমন কি সন্ধ্যা-আহ্নিকের মন্ত্রও ভুলে গিয়েছিলেন। মাথায় রাখা দরকার, মন্ত্র ভুলে যাবার কথা যখন বলছি, তখন আমরা কিন্তু সেই শিশুটির কথা বলছি, যার নাকি রাস্তার পাশের মাইলস্টোনের ওপরে আঁকা দূরত্বসূচক চিহ্নের ওপর ধারাবাহিকভাবে নজর রাখতে রাখতে ইংরেজি সংখ্যা একা একা শিখে ফেলার মত সুতীব্র মেধা ও স্মৃতিশক্তি ছিল! অভিভাবকদের কাছে ধরা পড়ে প্রবল ভর্ৎসনা সয়েছেন, কিন্তু তাঁর আচরণের পরিবর্তন হয়নি। অভিভাবকরা অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে "মন্ত্রদীক্ষা" দিতে পারেননি। এই প্রবণতার ধারাবাহিকতা দেখতে পাওয়া যায় তাঁর সারা জীবন জুড়েই, এবং হিন্দু বা ব্রাহ্ম বা খ্রিস্টান কেউই তাঁর হাত থেকে অব্যাহতি পায়নি। রামকৃষ্ণের একান্ত শিষ্য ও ভাষ্যকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যিনি "শ্রীম" মানে খ্যাত, তাঁকে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, চেঙ্গিস খাঁ যখন লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করলেন, তখন তো ঈশ্বর নিবারণ করলেন না, স্রেফ বসে বসে দেখলেন, কাজেই তেমন ঈশ্বর থাকলেই বা মানুষের কীসের উপকার? সর্বশক্তিমান এবং মঙ্গলময় ঈশ্বর যদি মমান্তিক দুর্ঘটনা বা ভয়ঙ্কর অত্যাচার বা নিপীড়ন এইসব থামাতে না-ই পারেন, তো তিনি যে আদৌ আছেন এইটাই বা কীভাবে বুঝব, আর কোনওমতে থেকে থাকলেও তাতেই বা লাভটা কী হচ্ছে- এ প্রশ্ন তিনি বিভিন্ন জায়গায় বারবারই তুলেছেন। একবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শশিভূষণ বসু এক বয়স্ক ব্যক্তিকে নিয়ে বিদ্যাসাগরের বাড়ি আসবার পথে রাস্তা গুলিয়ে ফেলে বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর অনেক দেরিতে গন্তব্যে পৌঁছন। পৌঁছবার পরে বিদ্যাসাগর তাকে ঠাট্টা করে বলেন, তুমি যখন তোমার পাড়ার মধ্যে চলাফেরা করতে গিয়েই রাস্তা ভুলে এক বেচারা বৃদ্ধকে এত ঘোরাচ্ছ, তখন পরলোকের অজানা পথে যে সব লোকেদের চালান করছ তাদেরকে তো আরওই দুর্দশায় ফেলবে, কাজেই এ ব্যবসা ছাড়ো বাপু। শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিকথায় জনৈক খ্রিস্টান পাদরির সঙ্গে তাঁর মোলাকাতের কৌতুকাবহ বিবরণ পাওয়া যায়। শিবনাথ তখন তরুণ, বন্ধুবান্ধবদের দল নিয়ে এসেছেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, এবং তিনি এই তরুণ সাথীদের সঙ্গে বাড়ির দাওা বসে মুড়ি খেতে খেতে প্রবল হাসিঠাট্টা গল্পগুজবে মেতেছেন। এমন সময়ে হাজির হলেন এক খ্রিস্টান পাদরি, যিনি শিবনাথকে ব্রাহ্মধর্মের অনুগামী বলে চেনেন। এসেই শিবনাথকে নিয়ে পড়লেন, এবং মোক্ষলভ করতে গেলে ব্রাহ্মধর্মে হবে না, খ্রিস্টের শরণ নিতে হবে, এই কথা বোঝাতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে ডেকে বললেন, ওরা অল্পবয়সী, ওদের পরকালের কথা ভাবর সময় নেই, আপনি বরং আমাকে বলুন, আমার পরকালের ডাক এসে গিয়েছে। পাদরি মহাশয় বিদ্যাসগরী রসিকতা বোঝেননি, সঙ্গে সঙ্গে খুব উৎসাগের সঙ্গে বিদ্যাসাগরকে তাঁর ধর্মের মাহাত্ম বোঝাতে গেলেন, এবং লোকটির নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পেরে বিদ্যাসাগর তার সঙ্গে প্রবল হাসিঠাট্টায় মেতে উছলেন। একটু পরে পাদরি মহাশয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আপনি এই বৃদ্ধ বয়েসেও এমন নাস্তিক, আপনার মৃত্যুর পরে নরকেও স্থান হবে না---এবং সবেগে প্রস্থান করলেন। যদিও বিদ্যাসাগর সমসাময়কি অন্যান্য ইংরেজি শিক্ষিতদের মত সাহেবি বেশ ধারণ করেননি, গ্রাম্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চিরাচরিত বেশেই নিজেকে রেখেছেন চিরকাল---ছোটবেলায় পাওয়া উপবীতটি সমেত, কিন্তু কোনও পুজো -আর্চা-আহ্নিক বা অন্য কোনও ধর্মীয় আচারে লিপ্ত হতে তাঁকে কেউ কোনওদিন দেখেনি। পুজোতে যে খরচা হয় তাই দিয়ে গ্রামের গরিবদের খাওয়ালে বরঞ্চ ভাল হয়, এই যুক্তিতে তিনি তাঁর বাড়ির দীর্ঘদিনের জগদ্ধাত্রী পুজো বন্ধ করে দেন, এবং তাঁর জননী তাতে সানন্দে সম্মতি দেন।
ধর্মবিশ্বাস নিয়ে তাঁর মনোভাবটি যদি হয় ঔদাসীন্য- সংশয়- তাচ্ছিল্যের, তবে ধর্মপ্রচার নিয়ে তাঁর অবস্থানটি আরও সুনিশ্চিত- নিখাদ অপছন্দের। "দল বাঁধা কাণ্ড" আখ্যা দিয়ে তিনি একে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেন। ব্রাহ্মধর্মের নেতা কেশব সেনকে নিয়ে তিনি যে পারলৌকিক গল্পটি রচনা করে রামকৃষ্ণ-শিষ্য "শ্রীম" ও অন্যান্যদের শোনান, তা টইটম্বুর হয়ে আছে স্বকীয় কৌতুক ও তাৎপর্যে। ধর্মোপদেশদানকে তিনি ঠিক কী চোখে দেখেন, সেটা বুঝিয়ে বলার জন্যই এ গল্পের অবতারণা। গল্পটি এইরকম। কেশব সেনের মৃত্যুর পরে যমদূতেরা তাঁকে নিয়ে গেছে ইশ্বরের কাছে, তিনি সেন মহাশয়ের অপরাধ বিচার করে পঁচিশ ঘা বেত মারার আদেশ দিলেন। এবার তারপর যখন কেশব সেনের শিষ্যরা এসে বলতে লাগল যে তারা যা করেছে তা কেশব সেনের ঈশ্বর-ব্যাখ্যায় প্রভাবিত হয়ে করেছে, তখন ঈশ্বর কেশব সেনকে আবারও বেত মারার আদেশ দিলেন, কারণ ঈশ্বর বিষয়ে তিনি নিজে শুধু ভুল বোঝেননি, অন্যদেরও বুঝিয়েছেন। এই বলে বিদ্যাসাগর বোঝাতে চাইতেন যে, তিনি যদি ধর্মোপদেশ দিতেন বা ধর্মপ্রচার করতেন, তাহলে তাঁরও দশা হত ওই কেশব সেনের মতই, অর্থাৎ পরকে ভুল বোঝানর জন্য বেত খেতে হত, এবং সেই ভয়েই তিনি কাউকে ধর্মোপদেশ দেওয়াটা উচিত বলে মনে করেন না। তাঁর এই একই মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যায় রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর মোলাকাতের সুবিখ্যাত ঘটনায়, এবং তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও। এই সাক্ষাৎকারটিতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ অবিশ্বাসী পুরুষ বিদ্যাসাগর বশ হয়েছিলেন রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার কাছে, এমন একটি হাস্যকর গল্প কেউ কেউ চালানোর চেষ্টা করে থাকেন।
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মত ধর্ম-গদগদ লেখক তো বিদ্যাসাগরকে আপাদমস্তক ভক্তই বানিয়ে ছেড়েছেন, এবং এমনকি বিনয় ঘোষের মত তন্নিষ্ঠ সেক্যুলার গবেষকও খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে লিখেছেন, 'উভয়ের মানবকল্যাণের আদর্শ মূলত এক হলেও, দুজনের পথ ছিল ভিন্ন। অনর্থক তর্ক করে তাই তাঁরা পথের মীমাংসা করেননি, এবং কেউ কাউকে নিজের পথে আনতেও চাননি।' (২, পৃষ্ঠা ৩৫৬) বলা বাহুল্য, কথাগুলো সম্ভাব্য সমস্তরকম অর্থেই ভুল। ধর্মের মিঠে বুলিতে বিদ্যাসাগরের বশ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, "মানবকল্যাণ" জিনিসটা বিদ্যাসাগরের আদর্শ হলেও রামকৃষ্ণ সম্পর্কে মোটেই তা বলা যায় না, সেই সাক্ষাৎকারে বিদ্যাসাগর আদৌ তর্ক না করলেও (সমর্থনসূচক ভঙ্গিতে বলা হালকা ঠাট্টা ও ইঙ্গিতগুলো বাদ দিলে) রামকৃষ্ণ ক্রমাগতই নানা তত্ত্বকথা ও উপমা দিয়ে বিদ্যাসাগরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন, এবং বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণকে "নিজের পথে" আনবার চেষ্টা অর্থহীন মনে করলেও রামকৃষ্ণের তরফে সে চেষ্টা অতি প্রকটভাবেই ছিল। গবেষক আশীষ লাহিড়ী তাঁর "শ্রীরামকৃষ্ণের আকুতি: বিদ্যাসাগরের উপেক্ষা" শীর্ষক রচনায় (১৩, পৃষ্ঠা ২৫০- ২৭৩) ওই সাক্ষাৎকারটির প্রায় প্রতিটি পংক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তা হল, 'বস্তুত রামকৃষ্ণই বিদ্যাসাগরকে দলে টানতে না পেরে নিতান্ত মুষড়ে পড়েছিলেন। আর বিদ্যাসাগর সশ্রদ্ধভাবে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে।' রামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগরের পারস্পরিক শ্রদ্ধার সুমিষ্ট বয়ান যাঁরা সযত্নে নির্মাণ করতে চান, তাঁরা প্রায়শই উল্লেখ করতে ভুলে যান যে, বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাড়িতে গিয়ে রামকৃষ্ণ ওই সাক্ষাৎকার সেরে আসার পরে বিদ্যাসাগর একবারও তাঁর কাছে গিয়ে পাল্টা সাক্ষাৎ না করায় তীব্রভাবে আশাহত হয়ে রামকৃষ্ণ তাঁর সম্পর্কে বেশ কিছু কটু কথা বলেন, যদিও বিদ্যাসাগর কখনই রামকৃষ্ণ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেননি। সেই সঙ্গে এ কথাটাও বোধহয় এখানে যোগ করা চলে যে, এ বিষয়ে রামকৃষ্ণের উক্তিগুলো "শ্রীম" কর্তৃক ঠিক যেভাবে "কথামৃত" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে ঠিক ওভাবেই বলা হয়েছিল কিনা, আজ আর সেটা যাচাই করার কোনও রাস্তা নেই। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

আয়োজন করা হয়, তারই ফলে সম্পূর্ণ প্রবেশপথটি যেন এক নতুন রূপ ধারণ করে। আগে ওই এলাকায় ইতস্তত জঞ্জাল পড়ে থাকতে দেখা যেত। কিন্তু প্রদর্শনী শুরু হওয়ার পর থেকে গোটা প্রবেশ-পথটি ঝকঝক করছিল। এ সবই হল 'স্বচ্ছ ভারত'-এর দরুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সুফল।
২০১৬'তে দেশের প্রথম 'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ সমীক্ষা'য় যোগ দিয়েছিল ৭৩টি শহর-নগর। কর্নাটকের মহীশূর সেবার দেশের পরিচ্ছন্নতম নগরের মর্যাদা পায়। ২০১৭'তে ৪৩৪টি নগরীকে নিয়ে করা সমীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পায় মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর। এবারে এই শীর্ষস্থান কে পাবে, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে ৪,০৪১টি নগরীর মধ্যে। তবে, বিনা খবরে মূল্যায়নের পরিবর্তে তিনদিন আগে থেকে জানিয়ে-শুনিয়ে পরীক্ষা করতে আসায় মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে, কেননা অনেকেই বলছেন খবর পাওয়ার পর তিনদিন ধরে সাফ-সাফাই হচ্ছে, আর তার ওপরেই দেওয়া হচ্ছে নম্বর। ফলে, সারা বছরের পরিচ্ছন্নতার চালচিত্র এতে মিলবে না! সে যাই হোক, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে যে মানুষের দৃষ্টি ফিরেছে, এ নিয়ে নানা মহলে আলাপ-আলোচনা চলছে, এটাই বড় কথা। কারণ, মানসিকতার পরিবর্তন হলে তবেই আমরা দেশকে আর পাঁচটা উন্নত দেশের মতো পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারব, নচেৎ নয়।
(সৌজন্যে : নবোত্থান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উৎসব স্পেশাল ট্রেন ও একমুখী স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ০৩ অক্টোবর, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে আসন্ন উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। একটি পূজা স্পেশাল ট্রেন আগামী ০৮ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত আনন্দ বিহার টার্মিনাল-কাটিহার-আনন্দ বিহার টার্মিনালের মধ্যে উভয় দিক থেকে ১৫টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে এবং আরেকটি ট্রেন ০৫ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে ডিব্রুগড় ও এসএসএস হোব্বাল্লি জং.-এর মধ্যে একটি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে।

সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০৪০৪৭ (কাটিহার-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) কাটিহার থেকে প্রত্যেক বুধ ও শনিবার ১৮.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৭.৫০ ঘণ্টায় আনন্দ বিহার টার্মিনাল পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০৪০৪৮ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-কাটিহার) আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে প্রত্যেক মঙ্গল ও শুক্রবার ১৫.২০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৫.০০ ঘণ্টায় কাটিহার পৌঁছবে। ট্রেনটিতে একটি এসি প্রথম শ্রেণি, একটি এসি ২-টিয়ার, দুটি এসি ২-টিয়ার কাম এসি ৩-টিয়ার, দশটি শয়ন শ্রেণি ও একটি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির কামরা থাকবে। উভয় দিক থেকে যাত্রার সময় ট্রেনটি খাগারিয়া, বারাউনী, পাটলিপুত্র, পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় জং., মির্জাপুর, প্রয়াগরাজ জং., চিপিয়ানা বুজুর্গ হয়ে চলাচল করবে।

একমুখী স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৯২৬ (ডিব্রুগড়-এসএসএস হোব্বাল্লি জং.) ০৫ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখ শনিবার ১৩.৩০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় থেকে রওনা দিয়ে ০৮ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার ০৯.০০ ঘণ্টায় এসএসএস হোব্বাল্লি জং. পৌঁছবে।

এই ট্রেনটিতে দশটি শয়ন শ্রেণি ও দুটি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির কামরা থাকবে। এসএসএস হোব্বাল্লি জং. পৌঁছনোর জন্য ট্রেনটি নিউ তিনসুকিয়া, সিমলুগুড়ি জং., ফরকাটিং জং., লামডিং জং., চাপরমুখ জং., গুয়াহাটি, রঙিয়া জং., নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, ডানকুনি, খড়গপুর জং., ভুবনেশ্বর, বড়মপুর, বিজিয়ানগরম জং., সামালকোট জং., রাজামুন্দ্রী, বিজয়ওয়াড়া জং., গুন্তকাল জং., তরাঙ্গাল্লু ও গদগ জং. হয়ে চলাচল করবে।

এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি-এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা করার পূর্বে এই বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ছাত্রমৃত্যুর জেরে প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ, রণক্ষেত্র কাটোয়া

পূর্ব বর্ধমান, ৩ অক্টোবর (হি.স.): স্কুলের ভিতরে সাপে কাটলেও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অনেক দেরি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় ছাত্রের। এই ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার তুলকালাম কাণ্ড হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার কোশিগ্রাম ইউনিয়ন ইনস্টিটিউটে।

মৃত ছাত্রের আত্মীয় পরিজন-সহ গ্রামবাসীরা জড়ো হয়ে স্কুলে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করে। চলে ভাঙচুর। পাশাপাশি কাটোয়া বোলপুর সড়ক অবরোধ শুরু হয়। প্রধান শিক্ষক পুর্ণেন্দু বন্দোপাধ্যায়কে ঘেরাও করে রাখেন স্থানীয়রা। শেষে কাটোয়া থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশ আটক করে নিয়ে যায় প্রধান শিক্ষককে।

মৃত ছাত্রের নাম ইন্দ্রজিৎ মাঝি। কোশিগ্রামের পশ্চিম পাড়ায় বাড়ি। স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ত। ছাত্রের বাবা কার্তিক মাঝি জনমজুরি করেন। গত মঙ্গলবার স্কুলের তৃতীয় ক্লাসের পর জল খেতে যায় ইন্দ্রজিৎ। তখনই ঘাসের আড়াল থেকে কিছু একটা কামড় বসায় পায়ে। ঘটনার পরেও ক্লাস করে ইন্দ্রজিৎ। ছুটির পর বাড়িতে যায়।

পরিবার সূত্রে খবর, বাড়িতে ফিরে খাওয়া দাওয়া করে। বিকেল চারটে নাগাদ গ্রামেই টিউশন পড়তে চলে যায়। কিন্তু টিউশন পড়তে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। গৃহশিক্ষক তখন তাকে বাড়িতে দিয়ে চলে যান। পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন বাড়িতে ফেরার পর থেকেই আর কথা বলতে পারছিল না ইন্দ্রজিৎ। বাড়ির লোকজন মাথায় জল ঢালেন। চোখে মুখে জল দিয়েও হুঁশ ফেরেনি।

মঙ্গলবার বিকেলে ইন্দ্রজিৎকে কাটোয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বুধবার দেহটির ময়নাতদন্ত করানো হয়।

স্ত্রীর হাতে স্বামী ‘খুন’, স্ত্রী ও ছেলে আটক

উত্তর ২৪ পরগনা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): স্ত্রীর হাতে ‘খুন’ হয়েছেন স্বামী। এই ঘটনার প্রতিবাদে দেহ আটকে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন নিমতার বাসিন্দারা। পরে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার স্ত্রী ও ছেলেকে আটক করে।

পুলিশ সূত্র খবর, নিমতা গোলবাগান এলাকার বাসিন্দা সুরজ আলি।

২০২৫ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত সকল বিদ্যালয়প্রধান, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে,

অল্পসংখ্যক বিদ্যালয়ের ২০২৬ সালের কিছু পরীক্ষার্থীদের Registration 3 Enrolmenté-এর online payment সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বিগত ১লা অক্টোবরের পরিবর্তে আগামী ৭ই অক্টোবর থেকে ৩১শে অক্টোবর, ২০২৪ ইং এর মধ্যে ২০২৫ সালের নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের Special Registration / Enrolment , Exté-A/B পরীক্ষার্থীদের Registration / Enrolment-এর Online Data Entry 3 Final submission (Online Payment Mode)-এর কাজ শেষ করতে হবে।

বি.দ্র. : (১) যে সকল নিয়মিত পরীক্ষার্থী ২০২৪ সালের পরীক্ষায় বসতে পারেনি, কিন্তু ২০২৫ সালে পর্ষদের পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে বসতে ইচ্ছুক, তাদের Registration / Enrolment নবীকরনের জন্য পুরনো Registration / Enrolment Certificate নিয়ে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

(২) বর্তমানে ২০২৬ সালের পরীক্ষার্থীদের Registration / Enrolmenté-এর Online Data Entry বন্ধ আছে।

ICA/D-1041

(ডঃ দুলাল দে) সচিব,
ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

CORRIGENDUM

In reference to PNIA No.01/EE/Agri/N/2024-25 circulated vide this office No.F.8(5)-Agri/Engg/N/2024-25/634-38 dated 20/09/2024 has been treated as cancelled due to administrative reason.

ICA/C/1902/24

(Er. Bireswar Debbarma)
Executive Engineer
Department of Agriculture & F.W.
Dharmanagar, North Tripura

NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the "Governor of Tripura" Superintendent of Police (Procurement), A.D. Nagar, Agartala, West Tripura invites sealed tender(s) in 1(one) bid system from the Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/CPWD for the following work:-

SI NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF TENDER	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1	Maintenance of Govt. residential quarters B/38,66,67, Type-II at A.D. Nagar Police Quarter Complex under SP (Proc) office, Agartala Tripura West.	Rs.2,69,715/-	Rs.5,394/-	30 (thirty) days.	Up to 1600 Hrs on 29-10-2024.	At 1700 Hrs on 29-10-2024.	O/O the Supdt. of Police (Procurement), A.D. Nagar, Agartala, Tripura West.	Appropriate class.

ICA/C/ 1905/29

Supdt. of Police
(Procurement) Tripura Agartala.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/41/2024-25 dated: 30/09/2024

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura* on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/90/2024-25	₹ 1,91,168.00	₹ 3,823.00	365 (three six five) days
2	DNIT NO.EE-IED/AGT/91/2024-25	₹ 1,84,529.00	₹ 3,691.00	30 (thirty) days
3	DNIT NO.EE-IED/AGT/92/2024-25	₹ 8,75,191.00	₹ 17,504.00	365 (three six five) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 21/10/2024 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 21/10/2024, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-1912/24

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DEBASHIS PAUL)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala,
West Tripura Contact: 8837256802

NOTIFICATION

It is hereby notified that the timeline extended for submission of online application in connection with "Pre-Matric State Scholarship for Minorities, Post-Matric State Scholarship for Minorities and Special Incentive to Minority Girls Students through Beneficiary Management System (BMS) Portal (https://bms.tripura.gov.in) for the FY. 2024-25 as per dates mentioned below:

1.	Institute Nodal Officers (INOs) can submit student's application: • Pre-Matric State Scholarship for Minorities (Class: VI-X) Eligibility Criteria: Rs.60,000/- Annually Family Income • Post-Matric State Scholarship for Minorities (Class: XI-XII) Eligibility Criteria: Rs.60,000/- Annually Family Income • Special Incentive to Minority Girls Students (Class: VI-IX) Eligibility Criteria: 60% marks in annual examination	Upto 31st October,2024.
2.	Institute Nodal Officers (INOs) can submit student's Defective Level Application	Upto 05th November, 2024.
3.	Verification of online application by the District Welfare Officers (DWOs) at Checker Level	Upto 08th November,2024.
4.	Verification of online application by the Minorities Welfare Department at Approver Level	Upto 12th November,2024.

The above Notification is given with a request to bring into notice of all eligible students under the jurisdiction limit of the respective District Welfare Officers (DWOs)/Sub-Divisional Welfare Officers/ District Education Officers/Head of the Institutions by making wide publicity.

All the Institute Nodal Officers (INO) of Govt./Govt. Aided/Private Institutes are hereby requested to submit the student's application of their respective schools within the time frame as provided above.

NB: This is considered to be the last and final notification of the above said scheme for this FY.2024-25. No more extension of time will be given further. Online applications are to mandatorily filled up within this stipulated time.

ICA/D/1036/24

Director
Directorate for Welfare
of Minorities Government of Tripura.

অযোধ্যা এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকারের ক্ষমতার উদাহরণ : যোগী আদিত্যনাথ

কুরুক্ষেত্র, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অযোধ্যা এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকারের ক্ষমতার উদাহরণ। হরিয়ানায় ভোট প্রচারে গিয়ে এমনটাই দাবি করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৃহস্পতিবার হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে এক নির্বাচনী প্রচারে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'অযোধ্যা এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকারের ক্ষমতার উদাহরণ।'তিনি বলেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করাও আরেকটি উদাহরণ... হরিয়ানা দেখেছে ১০ বছরের ডাবল ইঞ্জিন সরকারের অধীনে প্রকল্পগুলি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। যারা এখন মাদকের ব্যবসা করছে, তারা হল- "চন্ড-মুন্ড" এবং "মহিষাসুর"। "হরি" (সর্বশক্তিমান) বার্তা নিয়ে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এসেছে।' যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, 'কুরুক্ষেত্র পৃথিবীর প্রথম স্থান যা "ধর্মক্ষেত্র" হয়ে ওঠে, যদিও এটি ছিল "যুদ্ধক্ষেত্র"। মহাভারত এখানে ঘটেছিল বলে এটি কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।'

৪-৬ অক্টোবর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে কৌটিল্য অর্থনৈতিক কনক্লেভ, অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার দিল্লিতে কৌটিল্য অর্থনৈতিক কনক্লেভে অংশ নেবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্যও রাখবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, কৌটিল্য অর্থনৈতিক কনক্লেভের তৃতীয় সংস্করণ ৪ থেকে ৬ অক্টোবর নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর দফতর আরও জানিয়েছে, এই বছরের কনক্লেভে যে মূল বিষয়গুলি থাকবে, তার মধ্যে রয়েছে সবুজ উত্তরণে অর্থায়ন, ভূ-অর্থনৈতিক বিভাজন এবং প্রবৃদ্ধির প্রভাব, অন্যদের মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা সংরক্ষণের জন্য নীতি পদক্ষেপের নীতিগুলি। ৪ অক্টোবর, শুক্রবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

গুলশান বনানীর পূজায় প্রতিবছর রাষ্ট্রপতি, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, সংসদ, অধ্যক্ষ, সিটি-মেয়র, কাউন্সিলারা আসতেন, এবারও তাঁদের আগমন হবে, আশাবাদী পূজা কমিটি

।। রাজীব দে।।প্রশাসনের নিরাপত্তাজনিত আশ্বাসের পরও বিভিন্ন জেলায় সমানে চলছে নির্মীয়মাণ প্রতিমা ভাঙচুরঢাকা, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : গুলশান বনানী ঢাকা শহরের সবচেয়ে অভিজাত এলাকা। গুলশান বনানী সার্বজনীন দুর্গাপূজা ফাউন্ডেশন-আয়োজিত পূজায় প্রতিবছর দেশের রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশে নিয়োজিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, সংসদ, অধ্যক্ষ, সিটি-মেয়র, কাউন্সিলার সহ সাধারণ নাগরিকের পাশাপাশি আসতেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না, তাঁদের সকলে দুর্গাপুজোয় আসবেন বলে আশাবাদী পূজা কমিটির পদাধিকারীরা।

গুলশান বনানী ঢাকা শহরের সবচেয়ে অভিজাত এলাকা বলে পরিচিত। কেননা, এর পাশেই অবস্থিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতাবাস। প্রতিবছর দুর্গপূজায় আসেন বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকার হাইকমিশনার, রাশিয়ার হাইকমিশনার, যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত, ভারতীয় হাইকমিশনার, জার্মানের রাষ্ট্রদূত, থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত, নেপালের রাষ্ট্রদূত, শ্রীলংকার রাষ্ট্রদূত, জাপানের রাষ্ট্রদূত, চিনা রাষ্ট্রদূত সহ অন্যান্য কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব। আনাগোনা ছিল সরকারি বিভিন্ন স্তরের উচ্চপদস্থ ও পদস্থ আধিকারিক, রাজনৈতিক যেমন বিএনপি, আওয়ামি লিগ এবং অন্যান্য সব দলের নেতৃবৃন্দের।

এলাকায় বসবাস করেন বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী, সংগীত শিল্পী, চলচ্চিত্র পরিচালক, এবং ক্রীড়াবিদ। আশা করি, এবারও এর ব্যতিক্রম হবে না। এবারের পূজায়ও সকলেই আসবেন, এসে সমানভাবে পূজার আনন্দ ভাগাভাগি করে নিয়ে বার্তা দেবেন সম্প্রীতির। কথাগুলি বলেছেন গুলশান বনানী পূজা ফাউন্ডেশন-এর চন্দনচন্দ্র লোধ। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি বলেন, দুর্গাপূজা সনাতনীদের প্রধান উৎসব। আমরা সনাতনীরা শান্তিপ্রিয় মানুষ, তাই আমরা শান্তিতে পূজা করতে চাই।

গুলশান বনানী সার্বজনীন দুর্গা পূজা ফাউন্ডেশন-এর বিপুলকান্তি দাশ বলেন, দুর্গাপূজায় সনাতনীদের পাশাপাশি সবাই পূজার আনন্দ ভাগাভাগি করি। আমরা চাই, প্রতি বছরের মতো এবারও যেন শান্তিপূর্ণভাবে পূজার আনন্দ উপভোগ করতে পারি।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য রঞ্জন কর্মকার বলেন, সারা দেশে দুর্গাপূজায় যাতে শান্তি বিরাজ করে, তা নিশ্চিত করতে সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। এবারের পূজায় প্রশাসনের কঠোর নিরাপত্তা থাকবে বলে প্রশাসন আমাদের আশস্ত করেছে। তা সত্ত্বেও কোনও অশুভ শক্তি মায়ের পূজায় যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, সে ব্যাপারে সবাইকে সর্তক থাকতে হবে।

পূজা কমিটির পদাধিকারী ইঞ্জিনিয়ার মিহিরচাঁদ দে বলেন, হিন্দু ধর্ম শান্তির ধর্ম। আমরা এ দেশের প্রতিটি দুর্যোগে মানুষের পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়াই। দুর্গাপূজা আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গোৎসব করতে চাই। রোহিঙ্গা শরনার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে বিগত দিনগুলোতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলাম, এ সব বিষয়ে সকলকে মনে রাখা জরুরি।

এদিকে পূজার মণ্ডপ তৈরির কাজে ব্যস্ত রূপকার অ্যাড ফার্ম-এর মহম্মদ ইব্রাহিম। তাঁর সাথে আলাপচারিতায় তিনি বলেন, গত ২২ সেপ্টেম্বর থেকে তাঁরা বনানী পূজার মাঠে কাজ শুরু করেছেন। মণ্ডপ তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে। পুরোদমে কাজ চলছে। এবার তাঁরা পারটেক্স ফ্লাই সহকারে ডুপ্লেক্সভাবে থাই ফ্লাই দিয়ে প্যান্ডাল তৈরি করছেন। অন্যবার এক মাস আগে পূজার কাজ শুরু হলেও এবার অল্প দিনের মধ্যে কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। অতীতে হার্ডবোড দিয়ে তৈরি হতো কলকাতার দক্ষিণেশ্বর এবং বিভিন্ন মন্দিরের আদলে পূজার প্যান্ডাল। উল্লেখ্য দেশে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে গুলশান-বনানী পূজা ফাউন্ডেশন ২০ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে।

গত ৫ আগস্ট দেশে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির, বাড়িঘরে হামলা, লুটপাট শুরু হয়। সনাতনীদের ওপর নেমে আসে নির্যাতন। সম্প্রতি চট্টগ্রামের গণেশ পূজার প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার সময় কদম মোবারক এক মাদ্রাসা থেকে গরম জল ছুঁড়ে ফেলেছিল।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় কিশোরগঞ্জ সদরের ৩২ নরসুন্দরা রোডে অবস্থিত গোপীনাথ আখড়া দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতকারীরা। এদিকে গতকাল মহালয়ার দিনও প্রতিমা ভাঙচুর হয়েছে দেশের বিভিন্ন জেলায়। এর মধ্যে পাবনা সুজানগর উপজেলার পাল পাড়া, রংপুরের সাহাবাজপুর সুতারপাড়ায় দশভূজার প্রতিমা, নড়াইল মীরাপাড়া দুর্গা মন্দির সহ অন্যান্য স্থানের প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়িতে বৌদ্ধমূর্তি ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতীরা।

তাছাড়া কিছুদিন আগে ময়মনসিংহের গৌরীপুরের মধ্যবাজার এলাকায় প্রতিমা ভাঙচুর করে দুষ্কৃতকারীরা। ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে বৃহস্পতিবার ভোররাত চারটার দিকে এক যুবককে আটক করে পুলিশ। এছাড়া ফরিদপুরে ভাঙাবাজার গুলপট্টি এলাকায় গত ১৫ সেপ্টেম্বর দুটি মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ভাঙ্গাবাজার সার্বজনীন হরিমন্দির ও ভাঙ্গা সার্বজনীন কালীমন্দিরে এই প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। মন্দির দুটিতে প্রতিমা ভাঙ্গার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রথমে তাকে ভারতীয় নাগরিক বলে প্রচার চালানো হয়েছিল। পরে দেখা যায় সে ওই এলাকার সানীয় বাসিন্দা এবং বাংলাদেশি নাগরিক। বরিশাল বরগুনা সদরে গত ২০ সেপ্টেম্বর উপজেলার ফুলঝুরি ইউনিয়নের গলাচিপা গ্রামের সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরেও প্রতিমা ভাঙচুর হয়েছে।

সংগঠিত ওই সব ঘটনা সম্পর্কে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ-এর সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ শর্মা বলেন, সংগঠিত ওই সব ঘটনা সম্পর্কে আমরা প্রধান উপদেষ্টা সহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সার্বিক নিরাপত্তা চেয়েছি। এখন পর্যন্ত সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে আমরা আশ্বস্ত।

এদিকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) মুহাম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী জানিয়েছেন, আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উদযাপনের লক্ষ্যে গত কয়দিন আগে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা সমুন্নত রাখা, প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। উৎসবমুখর পরিবেশে যাতে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হতে পারে, সে ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।

তাছাড়া ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য্যের মধ্য দিয়ে যাতে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পূজা উদযাপন করতে পারেন, সেজন্য অসচ্ছল মন্দিরগুলির অনুকূলে এবার প্রধান উপদেষ্টার তহবিল থেকে বরাদ্দ দ্বিগুণ করে ৪ কোটি টাকা করা হয়েছে, জানান জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী।

ডিমা হাসাও জেলা সদরে অবস্থিত হাফলং লেক থেকে উদ্ধার জনৈক যুবকের মৃতদেহ

হাফলং (অসম), ৩ অক্টোবর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে জনৈক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা একটা নাগাদ হাফলঙের রামনগর এলাকার কাছে হাফলং লেক থেকে কানাবস্তির বাসিন্দা বছর ৩৭-এর মঙ্গল লোহার নামের এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদিনে দুপুরের দিকে হাফলং লেকে একটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা সদর থানায় খবর দেন।

খবর পেয়ে পুলিশে এক দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। তাঁরা একটি মৃতদেহ হাফলং লেকে পড়ে রয়েছে দেখে ডেকে পাঠান এসডিআরএফ-কে। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ এসডিআরএফ-এর দল এসে লেক থেকে মৃত যুবকের দেহ উদ্ধার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গল লোহার মৃগী রোগী ছিলেন। হয়ত পায়ে হেঁটে যাওয়ার সময় লেকে পড়ে জলে ডুবে মৃত্যু ঘটে তাঁর। তবে পুলিশ এ কথা জানালেও লেকের পাশেই মৃত যুবকের পরিহিত টি শার্ট ও তাঁর চপ্পল উদ্ধার হওয়ায় মৃত্যুকে কের্নি করে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।

নারায়ণ সাওয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাইয়ের

রায়পুর, ৩ অক্টোবর (হি.স.): ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাওয়ের কাকা নারায়ণ সাও-এর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই।মুখ্যমন্ত্রী শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারকে এই সঙ্কটকালে শক্তি প্রদানের প্রার্থনা জানিয়েছেন ঈশ্বরের কাছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বিশ্ব জুড়ে ৭৪ কোটি ভুগবে মায়োপিয়ায়, বলল সমীক্ষা

দূরের দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপসা হচ্ছে শিশুদের। করোনা অতিমারি পর্বের পর থেকে এই সমস্যা কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে। বিশ্ব জুড়ে গবেষণায় উঠে এল এমনই ভয়ঙ্কর তথ্য। "ব্রিটিশ জার্নাল অফ অপথ্যালমোলজি'' পত্রিকার একটি গবেষণাপত্রে দাবি করা হয়েছে, এশিয়া, ইউরোপ-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। অর্থাৎ, দূরের জিনিস দেখতে সমস্যা হচ্ছে। কোভিড লকডাউনের পর থেকে দৃষ্টি সংক্রান্ত এমন নানা সমস্যা বেড়ে চলেছে। গবেষকদের দাবি, করোনা অতিমারি পর্বে স্কুল বন্ধ থাকার কারণে পড়াশোনার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল ল্যাপটপ, মোবাইল কিংবা ট্যাবলেট। ফলে বাধ্যতামূলক ভাবেই বৈদ্যুতিন ডিভাইস ব্যবহার করার সময়ও বাড়ে। অনলাইন ক্লাস করতে গিয়ে মোবাইল-ল্যাপটপের প্রতি আসক্তিও বাড়ে শিশুদের। সেই অভ্যাস বজায় আছে এখনও। জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হওয়ার পরেও অভ্যাসবশেই শিশুরা বৈদ্যুদিন গ্যাজেটের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। আর একটানা কম্পিউটার বা মোবাইলের পর্দায় চোখ রাখার কারণেই দৃষ্টিশক্তি কমতে শুরু করেছে শিশুদের। বাড়তি স্ক্রিন টাইমের কারণে দূরের জিনিস দেখতে সমস্যা হচ্ছে অনেকেরই। এই সমস্যাকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলে মায়োপিয়া। এই সমস্যায় যাঁরা আক্রান্ত হন, তাঁরা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকা সব কিছু ঝাপসা দেখেন।

ব্রিটিশ জার্নালের রিপোর্ট আরও জানাচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের অর্ধেক সংখ্যক মানুষ মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হবেন। যার মধ্যে অন্তত ৭৪ কোটি শিশুর মায়োপিয়া ধরা পড়বে। প্রতি তিন জন শিশুর মধ্যে এক জন দৃষ্টিজনিত অসুখে ভুগবে। গবেষকদের ব্যাখ্যা দীর্ঘ ক্ষণ কম্পিউটারের পর্দায় তাকিয়ে থাকলে আরও এক রকম সমস্যা দেখা দেয় যাকে বলা হয় "কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম"। এমনিতেই বৈদ্যুতিক পর্দার কৃত্রিম আলো চোখের ক্ষতি করে। উপর্যুপরি কম্পিউটার বা ল্যাপটপের পর্দা যেহেতু বার বার পরিবর্তিত হয়, তাই বার বার কেন্দ্রীভূত করতে হয় চোখের দৃষ্টি। এই ধরনের পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখের পলক কম পড়ে। এতে চোখের পেশি ও স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে। ক্ষতি হতে থাকে কর্নিয়ার। দ্রুত শুকিয়ে যায় চোখ। দীর্ঘ সময় ধরে যদি শিশুরা মোবাইল বা কম্পিউটারের পর্দায় চোখ রাখে তা হলে হয় "কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম" থেকেই ধীরে ধীরে মায়োপিয়ার সূত্রপাত হবে। তখন দূরের লেখা পড়তে সমস্যা হবে, দূরের কোনও জিনিস দেখতে চশমা বা লেন্স পরতে হবে। মায়োপিয়া হলে যেমন দূরের দৃষ্টি ঝাপসা হতে থাকে, তেমনই মাথা যন্ত্রণা, ঘাড়ে-পিঠে ব্যথাও বেড়ে যায়। বার বার চোখ দিয়ে জল পড়া, চোখে যন্ত্রণা হতে পারে। এমনকি, মাইগ্রেনের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এখনকার অনেক শিশু ও কমবয়সিরাই মাইগ্রেনের সমস্যায় আক্রান্ত। মায়োপিয়ার ঝুঁকি এড়াতে সবার আগে ফোন থেকে দূরে থাকা ভীষণ জরুরি। বিশেষ করে শিশুদের মোবাইল বা ল্যাপটপ ব্যবহার করার সময় বেঁধে দিতে হবে। এই বিষয়ে গ্লকোমা কনসালট্যান্ট নিলয় কুমার মজুমদার বলেন, মোবাইল বা বৈদ্যুতিন ডিভাইসের প্রতি আসক্তি এত সহজে কমানো যাবে না। কাজেই সে ক্ষেত্রে শিশুদের মোবাইল দিলেও তার সময় নির্দিষ্ট করতে হবে। সারা দিনে ১ ঘণ্টার বেশি মোবাইল দেবেন না। পড়াশোনার বাইরে ল্যাপটপ বা অন্যান্য বৈদ্যুতিন ডিভাইস ব্যবহার করতে না দেওয়াই ভাল। যদি বোঝা যায় শিশু দূরের জিনিস দেখতে পারছে না, বা স্কুলে গিয়ে বোর্ডের লেখা পড়তে সমস্যা হচ্ছে, তা হলে দেরি না করে চক্ষু চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। সময় থাকতেই চিকিৎসা হওয়া জরুরি।

মিষ্টি দেওয়া গ্রিন টি খেলে কোনও লাভই হবে না

গ্রিন টি খাচ্ছেন সে ভাল কথা, কিন্তু নিয়ম মেনে খাচ্ছেন তো? গ্রিন টি-কে সাধারণ লিকার চা বা দুধ চায়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে হবে না। এই চা যেমন খাওয়ার নির্দিষ্ট সময় আছে, তেমনই পদ্ধতিও আছে। ঘন ঘন চায়ে চুমুক দিলেই যে বেশি উপকার পাবেন, এই ধারণা ভুল। বরং পরিমিত ও নিয়ম মেনে খেলেই গ্রিন টি-তে ভরপুর উপকার পাওয়া যাবে।

কী কী নিয়ম মানতে হবে? ১) গ্রিন টি-তে ভুলেও চিনি বা গুড় দেবেন না। মিষ্টি দেওয়া গ্রিন টি খেলে কোনও লাভই হবে না। ২)পুষ্টিবিদ শম্পা চক্রবর্তীর পরামর্শ, গ্রিন টি খাওয়ার নিয়ম হল ভরা পেটে খাওয়া। সকালে খালি পেটে গ্রিন টি খেয়ে ফেললেই বিপদ। এর ট্যানিন বদহজম, গ্যাস-অম্বলের কারণ হয়ে উঠতে পারে। ৩) খাবার খাওয়ার অন্তত ঘণ্টা দুয়েক পরে গ্রিন টি খেলে সুফল পাওয়া যাবে। খেয়ে উঠেই গ্রিন টি-তে চুমুক দিলে কিন্তু কোনও লাভই নেই। ৪) রাতের খাওয়ার পরে অনেকেই শোয়ার আগে গ্রিন টি খান। এই অভ্যাস কিন্তু ভাল নয়। কারণ এই চায়ের ট্যানিন আয়রন, জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়াম হজম করতে পারে না। তাই রাতে খেলে খাবারের পুষ্টি উপাদানগুলি হজম হবে না। ফলে বদহজমের সমস্যা দেখা দেবে। পেটের গোলমালও হতে পারে। ৫) গ্রিন টি খাওয়ার পর পরই কোনও রকম ওষুধ খাবেন না। এতে ওষুধের উপাদানগুলি গ্রিন টি-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে বদহজমের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

৬) একই টি-ব্যাগ একাধিক বার ব্যবহার না করাই ভাল। তাতে উপকার তো হবেই না, রেখে দেওয়া চায়ের ব্যাগে জীবাণুও জন্মাতে পারে।

ঠোঁটের রং দেখে বলে দেওয়া যায় শরীরের অবস্থা কেমন

ভাবে রোগ নির্ণয় করতে গেলে চিকিৎসকেরা জিভ দেখাতে বলেন। তার পর চোখের তলার অংশ টেনে পরীক্ষা করে নেন শরীরে হিমোগ্লোবিন বা আয়রনের মাত্রা। কিন্তু ঠোঁটের দিকে সচরাচর কারও চোখ যায় না। অনেকের ধারণা, ঠোঁটে কালচে ছোপ পড়ার একমাত্র কারণ বোধ হয় ধূমপান। ঠোঁটের রং বদলে যাওয়ার নেপথ্যে শারীরিক নানা ধরনের সমস্যার ইঙ্গিত থাকতে পারে তা হয়তো অনেকেই জানেন না।

১) নীলচে ঠোঁট:- শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি হলে ঠোঁট নীলাভ বর্ণ ধারণ করতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে "সায়ানোসিস" বলা হয়। এ ছাড়া হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক কিংবা শ্বাসকষ্ট শুরু হলেও ঠোঁট নীলচে-বেগনি রং ধারণ করতে পারে।

২) ফ্যাকাশে ঠোঁট:- সাদা কিংবা ফ্যাকাশে ঠোঁট সাধারণত অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতার লক্ষণ। শরীরে হিমোগ্লোবিন, আয়রনের ঘাটতি থাকলে এই ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৩) কালচে ঠোঁট: অতিরিক্ত ধূমপান করলে ঠোঁটে কালচে ছোপ পড়ে। এ ছাড়া দাঁত, মাড়ির সমস্যা হলেও কালচে হয়ে উঠতে পারে ঠোঁট। অতর্কিতে চোট-আঘাত লাগলে বা ঠোঁটে রক্ত জমলেও কালচে ছোপ পড়ে।

ঠোঁটের স্বাভাবিক রং ফিরে পেতে কী করতে হবে? পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেতে হবে। শরীরে জলের অভাব ঘটতে দিলে চলবে না। সপ্তাহে অন্তত দু'বার ঠোঁটে স্ক্রাব বা এক্সফোলিয়েট করা যেতে পারে। রোদ থেকে বাঁচতে "এসপিএফ" যুক্ত লিপ বামও ব্যবহার করতে হবে।

কনজাঙ্কটিভাইটিস ছড়াচ্ছে?

কনজাঙ্কটিভাইটিস ছড়াচ্ছে? ভিড়ে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি লাল চোখ দেখলেই বুক দুরুদুরু করে। এই বুঝি তাকালেই হয়ে যায়! বর্ষাকালে রাস্তাঘাটে, বাসে-ট্রামে রাঙা চোখ সমেত লোকজনকে দেখলে গা বাঁচিয়ে পালাতেই মন চায়। স্কুলে-কলেজে তো লাল চোখের ভয় বেশিই ছিল। এক সময়ে অনেকেরই ধারণা ছিল, চোখ লাল হয়ে ফুলে ওঠা, থুড়ি "জয়বাংলা" বুঝি দৃষ্টিনিক্ষেপের মাধ্যমেই ছড়ায়।

আদতে তা নয়। তবে এই রোগ ছোঁয়াচে। ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, ক্ষতিকর ছত্রাকদের চোখরাঙানিতেই চোখের মণির চারপাশে লাল রং ধরে। সেই সঙ্গে অনবরত জল পড়া, জ্বালা-যন্ত্রণা, পিচুটি, চুলকানি সব মিলিয়ে বড় কষ্টকর ব্যাপার! চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই রোগেরই নাম কনজাঙ্কটিভাইটিস, যা প্রতি বর্ষার মরসুমে দাপট দেখাতে শুরু করে। এ বারেও তার ব্যতিক্রম নেই।

যত বেশি ভিড়, গা ঘেঁষাঘেঁষি, ততই কনজাঙ্কটিভাইটিসের জীবাণুদের বাড়বাড়ন্ত। আর পুজোর সময় তো ভিড় হবেই। শিশু, বয়স্কদের নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরোবেন অনেকেই। সেই সময়ে যদি কনজাঙ্কটিভাইটিস ছড়াতে শুরু করে, তা হলে কী হবে? চিন্তা থেকেই যায়। লাল চোখ থেকে বাঁচতে তাই কী করণীয়, তার পরামর্শ দিয়েছেন শহরের কয়েক জন বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক।

চাহনিতে জীবাণু ছড়ায় না

গ্লকোমা কনসালট্যান্ট নিলয় কুমার মজুমদার আনন্দবাজার অনলাইনকে বললেন, "কনজাঙ্কটিভাইটিসের মূল কারণ হল ভাইরাস। ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত সংক্রমণও হয়, তবে সংখ্যায় কম। চোখের কনজাঙ্কটিভা আক্রান্ত হলেই এই অসুখ হয়। বর্ষার সময়ে বাতাসের জলীয় কণাকে ভর করে ভেসে বেড়ায় অনেক ভাইরাস, যার মধ্যে শক্তিশালী অ্যাডিনো ভাইরাস চোখে সংক্রমণ ঘটায়। কর্নিয়ায় ছোট ছোট দানা তৈরি হয়। যার ফলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়, চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়তে থাকে, আঠালো তরল বার হয়, পিচুটি জমে যায় চোখে।" কনজাঙ্কটিভাইটিস কিন্তু ছোঁয়াচে অসুখ, সতর্ক করলেন চিকিৎসক। সেই সঙ্গে এ-ও জানালেন, আক্রান্তের চোখের দিকে চাইলে মোটেও রোগ ছড়ায় না। তবে আক্রান্তের ব্যবহার করা জিনিসপত্র ছুঁলে বা ব্যবহার করলে, তার থেকে জীবাণু সুস্থ মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে। ধরুন, বাড়িতে কারও কনজাঙ্কটিভাইটিস হল। তাঁর মুখ মোছার রুমাল বা তোয়ালে, অথবা প্রসাধনীর জিনিস ব্যবহার করলেন, তা হলে আপনার চোখেও সংক্রমণ হবে।

কেন নাম "জয়বাংলা"?

চক্ষুরোগ চিকিৎসক সৌমেন মণ্ডল বলেন, এই "জয়বাংলা" কথাটা এসেছে বাংলাদেশ থেকে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশে কনজাঙ্কটিভাইটিসের সংক্রমণ ঘটেছিল। সেখান থেকে শরণার্থীদের মারফত রোগের জীবাণু ঢুকে পড়ে পশ্চিমবঙ্গেও। ১৯৭১ সালে বাংলায় মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল এই রোগ। সেই থেকে এমন নামকরণ। সে সময়ে বাংলার লোকজন বলতেন "চোখ ওঠা"। এই রোগ নিয়ে যথেষ্ট ভয় ছিল। এখন অনেক রকম ওষুধ বেরিয়ে গিয়েছে বলে কনজাঙ্কটিভাইটিস নিয়ে আতঙ্ক ততটা নেই। তবে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকলেও চলবে না। রোগটি যে হেতু জীবাণুঘটিত, আর করোনা পরবর্তী সময়ে যে হেতু অনেক সাধারণ রোগের জীবাণুই যে ভাবে চরিত্র বদলে জাঁদরেল হয়ে উঠেছে, তাতে চিন্তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এখন চোখ লাল হলেও কনজাঙ্কটিভাইটিস ভেবে অনেকেই আই ড্রপ কিনে চোখে দিয়ে দেন। যার ফল হতে পারে মারাত্মক। এমন অনেক ভাইরাস ঘটিত অসুখ আছে, যার প্রাথমিক উপসর্গ হতে পারে কনজাঙ্কটিভাইটিস। কাজেই কী থেকে রোগ হয়েছে এবং তা কতটা গভীরে ছড়িয়েছে, জেনে নেওয়া জরুরি। তাই অন্তত চিকিৎসককে দেখিয়ে নেওয়ার পরামর্শই দিচ্ছেন সৌমেন। আন্দাজে "আই ড্রপ" দিলেই ক্ষতি কনজাঙ্কটিভাইটিস হওয়ার কারণ অনেক। অ্যাডিনো ভাইরাস, হারপিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস (এইচএসভি) কিংবা ভেরিসেলা-জোস্টার ভাইরাস (ভিজেভি)-এর সংক্রমণে কনজাঙ্কটিভাইটিস হতে পারে। আবার হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া বা স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াসের মতো জীবাণু সংক্রমণেও কনজাঙ্কটিভাইটিস হতে পারে। আবার এই অসুখের পিছনে অ্যালার্জি জনিত কারণও আছে। তাই চোখে আদৌ কী ধরনের কনজাঙ্কটিভাইটিস হয়েছে, ব্যাক্টেরিয়াঘটিত না কি ভাইরাসঘটিত, সে সব না বুঝে আন্দাজে ড্রপ দিলে তা সরাসরি কর্নিয়ার ক্ষতি করতে পারে। ঝাপসা হয়ে যেতে পারে দৃষ্টি। কেরাটো কনজাঙ্কটিভাইটিসের ঝুঁকিও বাড়ে, যা কর্নিয়ার মারাত্মক ক্ষতি করে দেয়। তখন অস্ত্রোপচার ছাড়া গতি থাকবে না।

লাল চোখ থেকে বাঁচতে- কনজাঙ্কটিভাইটিসের ভয়ে বাড়িতে বসে থাকা যায় না, কাজের প্রয়োজনে বাইরে বেরোতেই হবে। ভিড় যানবাহনেও উঠতে হবে। আর পুজোর সময় বাইরে যেতেও হবে। তবে আক্রান্ত ও সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে সতর্কতা ভিন্ন রকম হবে।

রোগ হলে সতর্কতা- এই বিষয়ে চক্ষু চিকিৎসক সাগরিকা চৌধুরী বললেন,"যদি মনে হয় চোখ কড়কড় করছে, বালি পড়েছে বা চোখ থেকে আঠালো তরল বার হচ্ছে, তা হলে দেরি না করে চক্ষু চিকিৎসককে দেখাতে হবে। কনজাঙ্কটিভাইটিস সারতে এক সপ্তাহের মতো সময় লাগে। এক বার সংক্রমণ ঘটলে বাড়িতে থাকাই জরুরি। বাইরে বেরোতে হলে রোদচশমা পরতে হবে। ধুলোবালি বাঁচিয়ে চলতে হবে। চোখে বার বার হাত দিলেই সংক্রমণ বেড়ে যাবে।" রোগ যাঁদের হয়নি -১) সাগরিকা জানাচ্ছেন, ভাইরাস বা ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ ঠেকাতে আক্রান্তের ব্যবহার করা জিনিস, যেমন রুমাল, তোয়ালে ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না। ২) বার বার সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। বাইরে বেরোলে স্যানিটাইজার সঙ্গে রাখতে হবে। ৩) বাড়িতে কারও কনজাঙ্কটিভাইটিস হলে কিংবা পথেঘাটে কোনও রোগীর মুখোমুখি হলে চেষ্টা করুন নিরাপদ দূরত্বে থাকার। ৪) নিজের তোয়ালে, বালিশ বা প্রসাধনী অন্য কারও সঙ্গে ভাগ করবেন না। বিশেষ করে অন্যের ব্যবহার করা কাজল, মাস্কারা, আইলাইনার ইত্যাদি প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করবেন না। ৫) বাইরে বেরোলেই চোখে চশমা পড়ুন। পাওয়ার না থাকলেও এই সময়ে চোখের সুরক্ষার জন্য একটি পাওয়ার ছাড়া চশমা কিনে ফেলতে পারেন। পুজোর সময়ে সাজেও বদল আসবে, চোখও বেঁচে যাবে। ৬) সংক্রমিত হলে টিভি, মোবাইল, ল্যাপটপ দেখা কমাতে হবে। সৌমেন পরামর্শ দিচ্ছেন, বাড়িতে শিশু বা বয়স্কের হলে তার কাছে যেতেই হবে। সে ক্ষেত্রে প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় হাত ধুতে হবে বা স্যানিটাইজার লাগাতে হবে। হাত না ধুয়ে নিজের চোখে বা মুখে হাত দেবেন না অথবা খাবার খাবেন না। রোগীকে ওষুধ দেওয়ার পরেও হাত ধুতে হবে। বাতাসে আর্দ্রতা বাড়লে কনজাঙ্কটিভাইটিসের জীবাণু তাড়াতাড়ি ছড়াতে পারে। পুজোর সময়ে বৃষ্টি হতে পারে বলেই অনুমান আবহবিদদের। তাই নিয়ম মেনে চলতেই হবে।

জলের ঘাটতিতে কী সমস্যা?

'মাথা ব্যথা করছে? ঠিকমতো জল খাচ্ছিস না!' সমস্যা যা-ই হোক, মা-ঠাকুমারা বলেই থাকেন, জল না খাওয়ার জন্যই যত বিপত্তি। পুষ্টিবিদ থেকে চিকিৎসকেরাও বলছেন, পর্যাপ্ত জল না খেলে শরীরে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। রূপ নিয়ে যাঁর চর্চা করেন, তাঁদেরও পরামর্শ, উজ্জ্বল ত্বক পেতে পর্যাপ্ত জল খাওয়া দরকার। কিন্তু কতটা জল? আইসিএমআর- এর নির্দেশিকা বলছে, এক জন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কের সারা দিনে অন্তত ২ লিটার জল খাওয়া উচিত।

উচিত তো অনেক কিছুই। কিন্তু সারা দিনে ক'জন আর মেপে জল খান। রোদে বেরোলে তেষ্টা পায়। তখনই ঢকঢক করে জল খেলেও, সারা দিনে তেমন তেষ্টা না পেলে আর জল খাওয়াই হয় না।

জলের ঘাটতিতে কী সমস্যা?

শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত জল খাওয়া জরুরি। পুষ্টিবিদ বলছেন, শরীরে অক্সিজেন সরবরাহের জন্যেও জল খাওয়া জরুরি। শরীরের ক্ষতিকর পদার্থ প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। পর্যাপ্ত জল না খেলে, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়। এমনকি অস্থিসন্ধিতেও তরলের পরিমাণ কমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। জলের বদলে আর কী? জল খেতে ভাল না লাগলেও, বিভিন্ন ফলের মাধ্যমে শরীরে জলের অভাব কিছুটা হলেও দূর হতে পারে।

শসা: এই ফলে জলের মাত্রা ৯৫ শতাংশ। ফল হিসেবে কাঁচা খাওয়া যায়। আবার কেউ কেউ শসা দিয়ে নানা পদ রান্নাও করে ফেলেন। শরীর ঠান্ডা রাখে, পেট ভর্তি করে। ত্বকের জন্যও এই ফল দারুণ উপকারী। তরমুজ: প্রায় ৯২ শতাংশ জল থাকে তরমুজে। এতে রয়েছে ভিটামিন সি। ক্যালোরির মাত্রাও কম। তাই, তরমুজ খেলে শরীরে অনেকটাই জল যাবে। জল খেতে ভাল না লাগলেও, এই ফলে কামড় বসাতেই পারেন।

আনারস: এই ফলে জলের মাত্রা ৮৬ শতাংশের কাছাকাছি। টক-মিষ্টি স্বাদের এই ফলের মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন সি। গ্রীষ্মের ফলটি শরীর চাঙ্গা রাখতে ও জলের অভাব দূর করতে খাওয়াই যায়। পুষ্টিবিদের পরামর্শ, জলের পরিমাণ বেশি, এমন ফলের তালিকায় স্ট্রবেরি, কমলালেবু, আঙুর-সহ বিভিন্ন ফল রাখতে পারেন। জলের ঘাটতি পূরণে সব্জির তালিকায় রাখা যেতে পারে গাজর, টম্যাটো, সিলেরি ইত্যাদি। কী ভাবে খাবারের মধ্যেই ফল ও সব্জিগুলি রাখতে পারেন? সকালের খাবারে বেরি জাতীয় ফল দিয়ে ওট, স্মুদি বা রকমারি ফল রাখলে জল পাবে শরীর। খাবারে টম্যাটো, শসা, লেটুসের মতো সব্জি যোগ করা যায়। স্যান্ডউইচে এই উপাদানগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া, ডাবের জল, চিনি ছাড়া লিকার চা, স্যুপ এগুলিও খাওয়া যায়।

চিয়া বীজ ভাল হলেও রোজ খাওয়া যায় না

ওজন কমানোর জন্য পুষ্টিবিদেরা চিয়া বীজ খাওয়ার পরামর্শ দেন। নানা রকম পুষ্টিগুণের জন্য ক্রমশই এই বীজের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। "সালিভা হিসপানিকা" নামক উদ্ভিদ থেকে এই বীজ পাওয়া যায়। ওজন ঝরাতে সাহায্য করে বলে স্বাস্থ্য সচেতনদের কাছে এই বীজের যথেষ্ট কদর রয়েছে। পুডিং, স্মুদি, স্যালাড কিংবা সাধারণ ফলের রসেও চিয়া মিশিয়ে খেয়ে থাকেন অনেকে। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ এই বীজ দুধ অথবা জলে ভিজিয়ে খেলেও উপকার মেলে। চিয়া ওজন কমায় ঠিকই, কিন্তু এর অতিরিক্ত ব্যবহারে দেখা দিতে পারে নানা সমস্যাও। ১) অ্যালার্জি- খুব বেশি না হলেও চিয়া বীজ থেকে অ্যালার্জি হতে পারে, সে প্রমাণ মিলেছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। ঘাস থেকে প্রাপ্ত বা দানাজাতীয় খাবার থেকে অ্যালার্জি হলে সতর্ক থাকতে হবে। ২) ডায়াবিটিস:- রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ কমে গেলেও বিপদ ঘটতে পারে। চিয়া বীজে ফাইবারের পরিমাণ বেশি। ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার ডায়াবেটিকদের জন্য ভাল। তবে অতিরিক্ত ফাইবার খেলে অন্ত্র শর্করা শোষণ করতে পারে না। ফলে রক্তে শর্করার মাত্রায় হেরফের হতে পারে। আলাদা করে ইনসুলিন নিলে এই বীজ থেকে দূরে থাকাই ভাল। ৩) উচ্চ রক্তচাপ: রোজ চিয়া বীজ খেলে রক্তচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই কমে যেতে পারে। কারণ, এই বীজে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এই উপাদান বেশি পরিমাণে শরীরে গেলে রক্ত তরল হয়ে যেতে পারে। ৪) হজমের গোলমাল: বেশি চিয়া বীজ খেলে হজমের গোলমাল দেখা দিতে পারে। চিয়া বীজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার। পেটের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে ফাইবার উপকারী। কিন্তু বেশি খেলে সমস্যা হতে পারে। অতিরিক্ত ফাইবার হজম প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। পুষ্টিবিদের পরামর্শ মেনে নির্দিষ্ট পরিমাণ চিয়া বীজ খাওয়া যেতে পারে। তবে বেশি নয়।

লাল শাড়ির সাজে নায়িকাদের ছাপিয়ে গেলেন নীতা

ওলিম্পিক্স এবং প্যারালিম্পিক্সজয়ী ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের আপ্যায়ন করবেন বলে নিজের বাড়িতে ডেকেছিলেন নীতা অম্বানী। মুম্বইয়ে অম্বানীদের "প্রাসাদ" অ্যান্টিলিয়ায় একেবারে ব্যক্তিগত পরিসরের মানুষজনকে নিয়ে আয়োজন করেছিলেন বিশেষ নৈশভোজে। সেই নৈশভোজের আসরে আমন্ত্রিত ছিলেন মনু ভাকের, নীরজ চোপড়া, নবদীপ সিংহ এবং মোনা আগ্রওয়ালেরা। তবে নৈশভোজে তাঁরা কী করলেন না করলেন, তা নিয়ে যত না আলোচনা হয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি আলোচনা হয়েছে অম্বানী ঘরনি নীতার পোশাক নিয়ে। কারণ, ক্রীড়াবিদদের আপ্যায়নে নীতা সেজেছিলেন একটি টুকটুকে লাল রঙের শিফন শাড়িতে। ফ্যাশন সমালোচকেরা বলছেন, ওই একটি শাড়িতে নব্বইয়ের দশকের বলিউডের "বোল্ড অ্যান্ড গ্ল্যামারাস" নায়িকাদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন নীতা। বলিউডে শিফন শাড়ি এবং লাল রং বললে এক নিঃশ্বাসেই মনে পড়ে রেখা, শ্রীদেবী, মাধুরী দীক্ষিত, কাজল, উর্মিলা মাতণ্ডকরদের কথা। ফ্যাশন সমালোচকেরা বলছেন, নব্বইয়ের দশকের সেই লাল শিফনের ফ্যাশন ছিল অনেক বেশি সাহসী এবং একটু উচ্চকিতও। নীতা সেই একই লাল শাড়িতে রেট্রোর অনুভব বজায় রেখে এনেছেন আভিজাত্যও। আর সেখানেই লাল শিফনের শ্রীদেবী আর মাধুরীদের টক্কর দিয়েছেন তিনি। অ্যান্টিলিয়ার নৈশভোজে নীতার পরা শিফন শাড়িটি অবশ্য একেবারে সাদামাঠা শিফনও ছিল না। নীতার লাল শাড়িতে ছিল লালেরই সামান্য গাঢ় রঙের গ্লিটারি অ্যাবস্ট্রাক্ট পাড়। পাড়ের কাজ ছিল লম্বা হাতের লাল ব্লাউজেও। তাতে সাধারণ শিফনের অনেকটা আলাদা মাত্রা পেয়েছিল নীতার সাজ।

অম্বানী পরিবারের যে কোনও অনুষ্ঠানেই অবশ্য নীতার সাজ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। কখনও নীতার মহার্ঘ্য অলঙ্কার, কখনও সোনায় বাঁধানো বটুয়া, কখনও বা তাঁর রত্নখচিত শাড়ি উঠে আসে খবরের শিরোনামে। ওলিম্পিয়ানদের আপ্যায়নের অনুষ্ঠানে অবশ্য নীতার সাজে কোনও বাহুল্য ছিল না। লাল শিফনের সঙ্গে এক হাতে হিরে বসানো সোনার দু''টি বালা পরেছিলেন নীতা। অন্য হাতে পরেছিলেন একটি সোনালি রঙের ঘড়ি। ঢেউ খেলানো চুল খুলে রেখেছিলেন। হালকা মেক আপে কপালে লাল টিপ। কানে হিরের দুল আর গলায় একটি মাত্র হিরের পেনডেন্ট।

বৃহস্পতিবার বাম সমর্থকদের উদ্যোগে শহীদদান দিবস পালিত হয়।নিজস্ব ছবি।

পরিবেশ, শিক্ষা ও মূল্যবোধের অভাবে কিছু মানুষ

অন্ধ স্বার্থপরতার পথ অবলম্বন করে : রাষ্ট্রপতি

উদয়পুর, ৩ অক্টোবর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার রাজস্থানের উদয়পুরে মোহনলাল সুখাদিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেছেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, 'সংবেদনশীলতা একটি প্রাকৃতিক গুণ। পরিবেশ, শিক্ষা ও মূল্যবোধের অভাবে কিছু মানুষ অন্ধ স্বার্থপরতার পথ অবলম্বন করে। তবে সবার স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার আদর্শ প্রতিভার আরও বিকাশ ঘটাবে। ভালো কাজ করলে নিজের স্বার্থ সহজেই পূরণ হয়।'রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আরও বলেছেন, 'এখন দ্রুত পরিবর্তনের সময়। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন দ্রুত ঘটছে। এই পরিবর্তিত পরিবেশে আপনাদের শিক্ষার উপযোগিতা বজায় রাখার জন্য, আপনাদের ক্রমাগত ছাত্রের মানসিকতা বজায় রাখতে হবে।' রাষ্ট্রপতির কথায়, 'স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়, রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে প্রজা মণ্ডল গঠিত হয়েছিল। এই অঞ্চলে গঠিত মেওয়ার প্রজা মন্ডলকে মাণিক্য লাল ভার্মা, বলবন্ত সিং মেহতা এবং ভূরে লাল বায়ার মতো ব্যক্তিত্বদের দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল।'

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে শুক্রবার নবান্নে মুখ্যসচিবের বৈঠক

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): পুজোর আগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে লাগাম দিতে এবার কোমর বেঁধে নামতে চলেছে রাজ্য। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও পুজোর আগে আকাশছোঁয়া দাম নিয়ে আগামিকাল শুক্রবার একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যসচিব।

নবান্ন সূত্রের খবর, পুজোর সময় যাতে সুফল বাংলাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সবজি থাকে তা নিশ্চিত করা হবে শুক্রবারের বৈঠকে। বিভিন্ন বাজারে বাজারে শাকসবজির দাম নিয়ে জেলাগুলির থেকে রিপোর্টও নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর। বৈঠক করা হবে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির সঙ্গেও।

সব জেলার জেলাশাসক, টাস্ক ফোর্সের সদস্যদের নিয়ে ওই বৈঠক করবেন মুখ্যসচিব। কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ ইত্যাদির দাম ইতিমধ্যেই দফায় দফায় বাড়ছে। ফের দাম বাড়ছে বেগুনেরও। পুজোর আগে থেকেই বাজারে যাতে সব দ্রব্যের যোগান স্বাভাবিক থাকে তা নিশ্চিত করার চেষ্টা হবে শুক্রবারের বৈঠকে, এমনটাই সূত্রের খবর।

"তৃণমূল সরকার সমালোচনা সহ্য করতে পারে না", রূপার গ্রেফতারিতে তোপ শমীকের

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): বিজেপি নেত্রী রূপা গাঙ্গুলীর গ্রেফতারি প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য।

শমীকবাবু বলেন, "উনি বাঁশদ্রোণীর ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে থানায় অবস্থানে বসেছিলেন। কিন্তু রাজ্যের তৃণমূল সরকার সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। আর সেই কারণেই রূপা গাঙ্গুলীকে গ্রেফতার করা হল।"

পুলিশের গাড়ি থেকে বিজেপি নেত্রী জানান, বাঁশদ্রোণী থানায় তাঁর ব্যাগ রয়ে গিয়েছে। রূপা এই অভিযোগও করেন যে, তিনি শৌচাগারে যেতে চাইলেও পুলিশ সেই অনুমতি দেয়নি।

অশোক তানওয়ার যোগ দিলেন কংগ্রেসে, স্বাগত জানালেন রাহুল ও হুডা

মহেন্দ্রগড়, ৩ অক্টোবর (হি.স.): হরিয়ানার ভোটের আগে ভাঙন ধরল বিজেপিতে। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন হরিয়ানার বিজেপি নেতা অশোক তানওয়ার। এদিন হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে একটি নির্বাচনী জনসভা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সেই জনসভাতে উপস্থিত ছিলেন

ফের তিনি মা হচ্ছেন, কোয়েলের বার্তায় অভিনন্দনের বন্যা নেটনাগরিকদের

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): "জানাতে পেরে খুশি যে আমাদের পরিবার বেড়ে উঠছে এবং কবির শীঘ্রই একজন বড় ভাইয়ের ভূমিকা নেবে!" সামাজিক মাধ্যমে এই বার্তা দিয়েছেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় পোস্টে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ১৬ হাজার, ১ হাজার ও ১৭৫।

বেলা পৌনে দুটোয় সংখ্যাগুলো বেড়ে হয়েছে ৩৪ হাজার, ২ হাজার ৪০০ ও ৫২৭। পরিচালক-স্বামী নিসপাল সিং ও পুত্র কবিরের বেড়াতে যাওয়ার ছবি-সহ তিনি লিখেছেন, "ভালবাসা এবং আশীর্বাদ অনেক প্রয়োজন।

।প্রেম ।জীবন ।আশীর্বাদ এক ফ্রেমে নিজের, ।আনন্দ"।

রূপা গাঙ্গুলীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): বিজেপি নেত্রী রূপা গাঙ্গুলীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

বৃহস্পতিবার সুকান্তবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, "রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ এবং সিনিয়র নেত্রী রূপা গাঙ্গুলীকে দক্ষিণ কলকাতায় এক মহিলা বিজেপি কর্মীকে অন্যায়ভাবে আটকের প্রতিবাদ করার জন্য কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তার "অপরাধ"? শ্রমিকের অবৈধ গ্রেফতারের বিরুদ্ধে বাঁশদ্রোণী থানায় শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ!"

প্রসঙ্গত, বাঁশদ্রোণী থানায় রাতভর ধর্নায় বসার পর বৃহস্পতিবার সকালে রূপা গাঙ্গুলীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিজেপি নেত্রীকে বাঁশদ্রোণী থানা থেকে নিয়ে যাওয়া হয় লালবাজারে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ পুলিশের কয়েক জন আধিকারিক রূপাকে জানান, তাঁকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। তার পর বাঁশদ্রোণী থানা চত্বর থেকেই পুলিশের লাল রঙের একটি গাড়িতে তোলা হয় রূপাকে। সঙ্গে ছিলেন মহিলা পুলিশকর্মীরা।

৪ অক্টোবর শ্রীলঙ্কায় যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী, একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে যাচ্ছেন দ্বীপরাষ্ট্রে

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.): শুক্রবার শ্রীলঙ্কা সফরে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে দ্বীপরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়ে সে দেশের রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিসানায়েকে এবং প্রধানমন্ত্রী ডঃ হরিণী অমরাসুরিয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর।শ্রীলঙ্কার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গেও বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে এস জয়শঙ্করের। বিদেশমন্ত্রক আরও জানিয়েছে, ভারতের প্রতিবেশী সর্বাগ্রে পলিসি এবং "সাগর" দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাল মিলিয়ে, এই সফরটি পারস্পরিক সুবিধার জন্য দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করার জন্য দুই দেশের ভাগ করা অঙ্গীকারের উপর জোর দেওয়া হবে।

উৎসবে বিঘ্ন ঘটাতে পারে বৃষ্টি, হাওয়া অফিসের সতর্কতা

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): পুজোর মুখে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে বাংলায়। কারণ, বঙ্গোপসাগরে নতুন করে নিম্নচাপের পূর্বাভাস রয়েছে। যার জেরে বৃষ্টির সম্ভবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বৃহস্পতিবার আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে পুজোর দিনগুলিতেও।

দার্জিলিং ও কালিম্পংয়েও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। উত্তরের পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টির জেরে নেমেছে ধস। মৃত্যু হয়েছে একজনের। ধসে বন্ধ রয়েছে একাধিক রাস্তা। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল বিপর্যস্ত। বন্ধ রয়েছে কয়েকটি স্কুলও।

হাওয়া অফিস বলছে, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। শুক্রবার সেটি শক্তি বাড়িয়ে কাল নিম্নচাপে পরিণত হবে। তার জেরে ফের ভিজতে পারে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গা। শুক্রবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতা সহ জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভবনা থাকছে।

গান্ধীজির পর মোদীজি স্বচ্ছতাকে গণ আন্দোলনে পরিণত করেছেন : অমিত শাহ

গান্ধীনগর, ৩ অক্টোবর (হি.স.): মহাত্মা গান্ধীর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বচ্ছতাকে গণ আন্দোলনে পরিণত করেছেন। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, মানুষের মধ্যে স্বচ্ছতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য প্রচুর অবদান রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বৃহস্পতিবার গুজরাটের আহমেদাবাদে ৪৭০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন অমিত শাহ। পরে এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো এবং শিক্ষা সম্পর্কিত

বাড়ি বদল করলেন মনীশ সিসোদিয়া, নতুন ঠিকানায় গিয়ে উঠলেন এএপি নেতা

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.): আগামীকাল নতুন ঠিকানায় উঠছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়ালের আগেই বাড়ি বদলালেন দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়া। দিল্লির এবি-১৭ মথুরা রোডে বাড়ি খালি করে দিয়েছেন সিসোদিয়া। এখন তাঁর নতুন ঠিকানা ৩২, রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডের বাড়ি। এই বাংলোটি আসলে আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ হরভজন সিংয়ের জন্য বরাদ্দ। সেই বাড়িতেই উঠেছেন মনীশ সিসোদিয়া।

জলস্তরে হ্রাস, তবুও নতুন এলাকা প্লাবিত হওয়ায় বিহারে প্রভাবিত ১৫ লক্ষাধিক মানুষ

পাটনা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): জলস্তরে হ্রাস পেলেও, বিহারে বন্যা পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। যদিও বেশ কয়েকটি স্থানে নদীর জলস্তর কমতে শুরু করেছে, তবে অনেক অঞ্চলে নদীর জলস্তর এখনও বিপদসীমার উপরে রয়েছে। গন্ডক, কোশী, মহানন্দা, বাগমতি ও অন্যান্য নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৭টি জেলার প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ বন্যায় প্রভাবিত হয়েছেন।মুজফফরপুরে, কাটারা, গাইঘাট এবং আউরাই ব্লকে গন্ডক এবং বাগমতিতে রীতিমতো ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে।

"অশান্তির ডোবায় দেশকে ডোবাবেন, এই তাঁর পণ", ইউনূসকে কটাক্ষ তসলিমার

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসকে কটাক্ষ করলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।

তসলিমা সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "একাত্তরে কি শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি? চেহারাটা তো লাগছে চিনি চিনি! শান্তিতে একখানা নোবেল জুটিয়ে দিয়েছেন ক্লিন্টন। অথচ অশান্তির ডোবায় দেশকে ডোবাবেন, এই তাঁর পণ!" বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এই পোস্টের ৪০টি প্রতিক্রিয়া, ৮৯টি শেয়ার হয়েছে।

ফারুখ আহমেদ হিরা লিখেছেন, "লীগের সাথে মিলে পতিত স্বৈরাচারের জন্য কাঁদছেন নাকি? ওরা তো ১৬ বছর ক্ষমতায় থেকে ইচ্ছেমত দেশ লুটে খেল। কিন্তু ১৬ বছরে একবারও আপনার মাতৃভুমিতে আপনাকে ফিরিয়ে আনার চিন্তাও করেনি? এখন দু' মাসেই এ সরকারের এত বিরোধিতা কেন? মতলব কি? জবাবে তসলিমা লিখেছেন, "এক বদমাশকে তাড়িয়েছি আরেক বদমাশকে আনার জন্য না।"

রোনাল সিনহা লিখেছেন, "প্রিয় তসলিমা, আপনি ও আপনার ভারতীয় সমর্থন কারীরা সমানে ডঃ ইউনুসের সমালোচনা করে যাচ্ছেন।

সমালোচনা গঠনমূলক হলে ভালো লাগতো। এই মুহূর্তে মৃত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চাঙা করতে লুটপাট হওয়া পাচারকৃত টাকা ফিরিয়ে আনা একান্ত আবশ্যক। বহিঃবিশ্বে ডঃ ইউনুসের যে প্রভাব আছে সেটা ব্যবহার করে এই টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার হেডম শুধু বাংলাদেশের এই প্রভাবশালী ইউনুসের আছে। দেশের নষ্ট রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না কারণ এই ৫৩ বছরে আওয়ামী লীগ বিএনপি ও জাতীয় পার্টি লুটপাট করেছে - কোনো রাজনীতি করেনি। তাই দেশের সাধারণ মানুষের সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনতে পারলে শুধু সেই কারণেই বাঙালির উচিৎ হবে ইউনুসের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। সেই সঙ্গে যদি ডাকাত মন্ত্রী আমলাদেরও দেশে আনা যায় তাহলে তো দারুণ! এই কারণে ইউনুসকে সাপোর্ট দেয়া দরকার দল মত নির্বিশেষে।"

জবাবে অচিন্ত্য চৌধুরী লিখেছেন, "সুইস ব্যাঙ্কে করো টাকা গচ্ছিত রাখার প্রথম ও প্রধান সুবিধাই হচ্ছে অমানতকারীর নাম কিছুতেই বলা যাবে না। ইউনিসের চোদ্দ পুরুষের ক্ষমতা নেই সেই টাকা উদ্ধার করা। তর্কের খাতিরেই ধরে নিলাম সুইস ব্যাঙ্ক টাকা ফেরত দিলো, কত কোটি টাকা হবে বলে আপনার মনে হয়? কয়েকশো হাজার ট্রিলিয়ন ধার করে বসে আছে যে দেশ, যার রোজ কোটি কোটি ডলার আরো ধার করতে হয় দেশটা বাঁচাতে, সেই দেশে ঐ ফেরত টাকা ফুৎকারে উড়ে যাবে। সেই জ্ঞান আপনার নেই জানি, কারন মোল্লার দৌড় মাদ্রাসা পর্যন্ত।"

পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত লিখেছেন, "ক্লিন্টন এমনি এমনি পুরস্কার জোটায় নি।

হিলারী ক্লিন্টনের নির্বাচনী ফান্ডে কয়েক মিলিয়ন ডলার ইউনুস দান করেছিলেন। রমেন্দ্র কুমার সরকার লিখেছেন, "অশান্তির চেয়ারে শান্তির দূত! কি অদ্ভুত, তাই না? তিনি ওই চেয়ারে বসার পর দেশে আরো অশান্তি বেড়ে গেল যে! অবশ্য সেসবকে তিনি বিপ্লব মনে করেন।"

অপূর্ণই থাকলো সৌম্যর প্রথম হওয়ার স্বপ্ন; টোটো চালিয়ে, সেলাইয়ের কাজ করে ছেলের স্বপ্নপূরণ করতে চেয়েছিলেন বাবা-মা

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): মহালয়ার সকালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী থেকেছে কলকাতা। বাঁশদ্রোণীতে জেসিবি-তে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় স্কুল পড়ুয়া সৌম্য শীলের। গঙ্গাপুরী শিক্ষা সদন স্কুলের নবম শ্রেণীর সেরা তিন ছাত্রের তালিকায় নাম ছিল সৌম্যর। তার এক প্রতিবেশী জানিয়েছেন, ক্লাসে প্রথম হওয়ার স্বপ্ন দেখত মেধাবী সৌম্য।

সৌম্য শুধু পড়াশোনাতেই যে ভাল ছিল, এমনটা নয়। বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেটও নিজের দক্ষতায় সহজেই মেরামত করে ফেলতো সৌম্য। আর মেরামতের সেইসব প্রক্রিয়া সোশ্যাল মিডিয়াতেও আপলোড করে দিত। তাতে জনপ্রিয়তাও লাভ করতে শুরু করেছিল সে। তার গৃহশিক্ষক সন্তোষ রায় জানিয়েছেন, এক বছর আগে তাঁর কাছে প্রাইভেট টিউশনে ভর্তি হওয়ার পর থেকে সৌম্য প্রতিটি ক্লাসে উপস্থিত থেকেছে। তিনি বলেন, তিনি কল্পনাই করেননি যে, প্রায় তাঁর বাড়ির দোরগোড়ায়, এমন প্রতিভাবান তরুণ ছাত্রের মৃত্যু হতে পারে। সৌম্যর পরিজনরা জানিয়েছেন, সৌম্যর পড়াশোনা চালানোর জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তার বাবা-মাকে। সৌম্যর বাবা শঙ্কর শীল ফলের দোকানে কাজের পাশাপাশি শুরু করেছিলেন টোটো চালানো। আর তার মা ব্যাগ সেলাইয়ের কাজ করতেন যাতে সৌম্যকে ভাল শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া যায়। প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন, মহালয়ার সকালের মর্মান্তিক পরিণতি শেষ করে দিলো শীল পরিবারের সব আশা। সেইসঙ্গে অপূর্ণই থেকে গেল সৌম্যর প্রথম হওয়ার স্বপ্ন।

রামবান জেলায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড, হতাহতের খবর নেই

শ্রীনগর, ৩ অক্টোবর (হি.স.): বৃহস্পতিবার দুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। হঠাৎ আগুন লাগল জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলার তহসিল খারির হারগাম মাঙ্গিত এলাকার একটি দোতলা বাড়িতে। জানা গেছে, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে লেলিহান শিখা। ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা হারগাম মাঙ্গিত এলাকায়। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই।

তিরুপতি লাড্ডু প্রসাদ বিতর্ক : সুপ্রিম কোর্টে শুনানি ৪ অক্টোবর

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স.): শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় তিরুপতি লাড্ডু প্রসাদ মামলার শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্ট। সলিসিটর জেনারেলের অনুরোধে শুনানি স্থগিত করা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি মন্দিরের প্রসাদী লাড্ডু ঘিরে দেশে শোরগোল তুঙ্গে। ল্যাব রিপোর্ট অনুযায়ী, লাড্ডুতে পাওয়া গিয়েছে গরুর চর্বি, মাছের তেল।লাড্ডু বিতর্ক গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। দায়ের হয় জনস্বার্থ মামলা। যার শুনানিতে কিছু দিন আগেই শীর্ষ আদালত বলে, 'ঈশ্বরকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখুন।' এই লাড্ডু প্রসাদ মামলার শুনানি হবে শুক্রবার।

এখনও কেন্দ্রের বিশেষ সহায়তার অপেক্ষায়, ওয়ানাড ভূমিধস প্রসঙ্গে বিজয়ন

তিরুবনন্তপুরম, ৩ অক্টোবর (হি.স.): "এখনও কেন্দ্র থেকে বিশেষ সহায়তার অপেক্ষায়", কেরলের ওয়ানাডে ভূমিধস প্রসঙ্গে বললেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন বলেছেন, 'ওয়ানাডে বিপর্যয়ের ফলে ক্ষয়ক্ষতি অপরিসীম। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সাহায্যের আশা করেছিলাম, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই ধরনের কোনও সহায়তা দেওয়া হয়নি। এই বছরের জন্য রাজ্য দুর্য্যোগ প্রতিক্রিয়া তহবিলের কেন্দ্রীয় অংশ ছাড়াও, আমরা জরুরি ত্রাণ হিসাবে ২১৯.২ কোটি টাকা অনুরোধ করেছি।'মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন আরও বলেছেন, 'কেন্দ্র থেকে বকেয়া ২৯১.২ কোটি টাকার মধ্যে, ১৪৫.৬ কোটি টাকার প্রথম কিস্তি আগে দেওয়া হয়েছিল। এখন ১৪৫.৬ কোটি টাকার দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়া হয়েছে। যাইহোক, এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অংশ, বিশেষ দুর্য্যোগ সহায়তা নয়। মন্ত্রিসভা আবারও দেরি না করে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ করার এবং বিষয়টি তাদের নজরে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও, মন্ত্রিসভা বৃহস্পতিবার ওয়ানাড ভূমিধসে বাবা-মা উভয়কে হারিয়েছে এমন ছটি শিশুর প্রত্যেককে ১০ লক্ষ টাকা এবং বাবা অথবা মা এমন একজন হারিয়েছে এমন আটটি শিশুর প্রত্যেককে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

ঢাকায় দুর্গাপ্রতিমা ভাঙার ছবিতে সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): বাংলাদেশের ঢাকায় দুর্গাপ্রতিমা ভাঙার ছবিতে সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। একাধিক ছবি সামাজিক মাধ্যমে রিপোস্ট করেছেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।তসলিমার শেয়ার করা আজিজুল রমিজের পোস্টে পাঁচটি ভাঙা মূর্তির ছবি। সঙ্গে লেখা "দৃশ্যপট কিশোরগঞ্জ জেলার ৩২ এলাকার শ্রী শ্রী গোপিনাথ জিউর আখড়া, বুধবার ভোরবেলা। আমাদের মনে রাখা উচিত হিংসা শুধু হিংসা ডেকে আনে। একটি ভাঙচুর আরেকটি ভাঙচুরের জন্ম দেয়। ধর্মের নামে উগ্রতা ব্যাপারটি এই উপমহাদেশে দীর্ঘকালের ব্যাধি। এই ব্যাধি থেকে আমরা মুক্তি চাই। বাংলাদেশে হিন্দুরা নিরাপদ থাকুক,ভারতে মুসলিমরা। যে যেখানে জন্ম নিয়েছে সেটা তার জন্মভূমি। কেউ যেন তার জন্মভূমিতে নির্য্যাতিত না হয়।" বেলা দুটো ২০-তে পোস্ট করার এক ঘন্টা বাদে মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে ২৫টি করে।

পুজোমণ্ডপের সামনে বইয়ের স্টল, কুণালের কটাক্ষ বামেদের

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): উৎসব, না উৎসব নয়? এখনও দু'রকম প্রচার চলছে সামাজিক মাধ্যমে। এই অবস্থায় বামেরা প্রতি বছরের মত এবারেও বিভিন্ন পুজোমণ্ডপের সামনে বইয়ের স্টল খুলতে উদ্যোগী হয়েছেন। আর বিষয়টিকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

বৃহস্পতিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "উৎসবে নেই। কিন্তু উৎসবের জনসমুদ্রের ছোঁয়া নেওয়ার চেষ্টায় মণ্ডপের কাছাকাছি স্টল খুলে বসে থাকব।বলুন তো কোনপ্রজাতির প্রাণী?"

প্রসঙ্গত, জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতিতে সামিল হয়ে একশ্রেণীর লোক উৎসব বয়কটের ডাক দিয়েছে। অরাজনৈতিক বলে এই আন্দোলনকে চিহ্নিত করার চেষ্টা হলেও বামেরা এর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে আগ্রহ হারিয়েছে বিজেপি-র সিংহভাগ।

হরিয়ানায় চলন্ত গাড়িতে আগুন, হতাহতের কোনও খবর নেই

ঝাজ্জর,৩ অক্টোবর (হি.স.) : বুধবার হরিয়ানার ঝাজ্জরে টোল প্লাজার কাছে হঠাৎ আগুন ধরে যায় একটি চলন্ত গাড়িতে। গাড়ির ভিতর আতশবাজি থাকার কারণে এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। আগুনের লেলিহান শিখায় গাড়িটি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে।দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে এএসআই রাজপাল সিং (১১২ ডায়েল)

বৃহস্পতিবার আগরতলায় বাঙালি মহিলা সমাজের উদ্যোগে বস্ত্র দান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নিজস্ব ছবি।

বৃন্দাবনের সোনালী ধামের আদলে তৈরি হচ্ছে কাঞ্চনবাড়ি ইণ্ডিয়া ক্লাবের পূজোমন্ডপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনবাড়ি, ৩ অক্টোবর:মা আসছেন, তাই বৃন্দাবনের সোনালী ধামের আদলে প্যাণ্ডেল তৈরী করে দেবীকে বরন করতে এখন জোর ব্যস্ততা রাজ্যের কাঞ্চনবাড়ি ইণ্ডিয়া ক্লাবের কর্মকর্তাদের।

গ্রামীন এলাকার বিগ বাজেটের থিমের পূজোকে ঘিরে বাড়তি আকাঙ্খা এলাকার মানুষের মধ্যে। পিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে ইতিমধ্যেই সূচনা হয়েছে মাতৃপক্ষের। শাস্ত্রমতে পতিগৃহ থেকে পিতৃগৃহের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন মা দূর্গা। একটি বছর পর বাঙালীর ঘরের মেয়ে ফিরছে ঘরে। শহর ছাড়িয়ে গ্রামের ক্লাবগুলোও থিম পূজোর আয়োজন করে নিজেদের কৃতিত্ব তুলে ধরতে মরিয়া।

ঊনকোটি জেলার গ্রামীন এলাকা ফটিকরায় বিধানসভায় একমাত্র থিম পূজোর আয়োজন করেছে কাঞ্চনবাড়ীর ইণ্ডিয়া ক্লাব। এবছর তাদের ৩৭তম পূজোর আয়োজন। বৃন্দাবনের সোনালী ধামের অনুকরনে তৈরী হচ্ছে প্যাণ্ডেল। থিমপূজোকে আকর্ষনীয় করে তুলতে নবদ্বীপ থেকে এসে দিনরাত এক করে কাজ করছেন শিল্পীরা। আলোকসজ্জায়ও থাকছে পশ্চিম বাংলার কারিগররা।

স্থানীয় মৃৎশিল্পীর শিল্প নিপুনতায় ফুটে উঠছে দেবী প্রতিমা। পূজোর তিনদিন দুপুরে বরাবরের মতো এবারো দর্শনার্থীদের জন্য রয়েছে অন্নভোগের ব্যবস্থা। সবমিলিয়ে এবারে তাদের পূজোর বাজেট ১৩ লক্ষ টাকা।

বৃন্দাবনের সোনালী ধামের আদলে তৈরি হচ্ছে কাঞ্চনবাড়ি ইণ্ডিয়া ক্লাবের পূজোমন্ডপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনবাড়ি, ৩ অক্টোবর:মা আসছেন, তাই বৃন্দাবনের সোনালী ধামের আদলে প্যাণ্ডেল তৈরী করে দেবীকে বরন করতে এখন জোর ব্যস্ততা রাজ্যের কাঞ্চনবাড়ি ইণ্ডিয়া ক্লাবের কর্মকর্তাদের।

গ্রামীন এলাকার বিগ বাজেটের থিমের পূজোকে ঘিরে বাড়তি আকাঙ্খা এলাকার মানুষের মধ্যে। পিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে ইতিমধ্যেই সূচনা হয়েছে মাতৃপক্ষের। শাস্ত্রমতে পতিগৃহ থেকে পিতৃগৃহের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন মা দূর্গা। একটি বছর পর বাঙালীর ঘরের মেয়ে ফিরছে ঘরে। শহর ছাড়িয়ে গ্রামের ক্লাবগুলোও থিম পূজোর আয়োজন করে নিজেদের কৃতিত্ব তুলে ধরতে মরিয়া।ঊনকোটি জেলার গ্রামীন এলাকা ফটিকরায় বিধানসভায় একমাত্র থিম পূজোর আয়োজন করেছে কাঞ্চনবাড়ীর ইণ্ডিয়া ক্লাব। এবছর তাদের ৩৭তম পূজোর আয়োজন। বৃন্দাবনের সোনালী ধামের অনুকরনে তৈরী হচ্ছে প্যাণ্ডেল। থিমপূজোকে আকর্ষনীয় করে তুলতে নবদ্বীপ থেকে এসে দিনরাত এক করে কাজ করছেন শিল্পীরা। আলোকসজ্জায়ও থাকছে পশ্চিম বাংলার কারিগররা।স্থানীয় মৃৎশিল্পীর শিল্প নিপুনতায় ফুটে উঠছে দেবী প্রতিমা। পূজোর তিনদিন দুপুরে বরাবরের মতো এবারো দর্শনার্থীদের জন্য রয়েছে অন্নভোগের ব্যবস্থা। সবমিলিয়ে এবারে তাদের পূজোর বাজেট ১৩ লক্ষ টাকা।

সৃষ্টি হবে

● প্রথম পাতার পর

বিশিষ্ট এই একতা মলে অডিটোরিয়াম, ফুড পার্ক, জলাশয়, বাগান সহ নানা সুবিধাও থাকবে।অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মীনারাণী সরকার, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। অনুষ্ঠানে একতা মল নির্মাণকারী সংস্থা রবিরাজ রিয়েলিটি ও ওভাল প্রজেক্টের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আমলার নাম ব্যবহার করে টাকা তোলার অভিযোগ, তদন্তে পুলিশ

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): সাইবার প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব। তাঁর নাম ব্যবহার করে টাকা তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। কমিশনের সচিব নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্যের নামে ভুয়ো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে ওই প্রতারণা করা হচ্ছে। সাইবার অপরাধ দমন শাখায় বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ করেছেন ওই সচিব।

সূত্রের খবর, ফেসবুকে কমিশনের সচিবের নাম এবং ছবি ব্যবহার করে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। ওই অ্যাকাউন্ট থেকে সচিবের পরিচিত ব্যক্তিদের বন্ধুত্বের অনুরোধ পাঠানো হয়। বন্ধুত্বের অনুরোধ গ্রহণ হলেই মেসেঞ্জারে আলাপচারিতা শুরু। তার পরেই ১০-১২ হাজার টাকা করে সাহায্য করতে বলা হয়।

এর পর জানানো হয়, বাইরে ঘুরতে গিয়ে তিনি সমস্যায় পড়েছেন। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট কাজ করছে না। তাই অন্য একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যদি কিছু টাকা পাঠানো যায়। কয়েক দিনের মধ্যেই তা ফেরত দেওয়া হবে। সেই মোতাবেক বিপরীত দিকের ব্যক্তিকে একটি ফোন নম্বরও পাঠানো হয়। সেখানেই টাকা দিতে বলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। কারও কাছে ওই পরিমাণ টাকা না থাকলে যা টাকা আছে তাই দিতে বলা হয়েছে। সচিবের নাম ও ছবি দেখে অনেকে সেই ফাঁদে পা দিচ্ছেন বলেও জানা যাচ্ছে।

এর আগেও নীলাঞ্জনবাবুর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, "আমার নাম ব্যবহার করে খারাপ কাজ করা হচ্ছে। এর আগে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছিল। সেই সময় বিষয়টি পুলিশকে জানাই। ফেসবুক কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়। আবার একই ধরনের ঘটনা ঘটল। প্রতারকদের সাহস দেখে আমি চিন্তিত।'

পুজোর সময় পুরনো দামেই মদ বিক্রি হবে, খুশি সুরাপ্রেমীরা

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): আগস্টের শেষ থেকে দাম বেড়েছে বিয়ার, দেশে তৈরি বিদেশি মদের। কিন্তু পুজোর মুখে সুরাপ্রেমীদের জন্য সুখবর। এবার পুজোয় পুরনো দামেই মিলবে মদ ও বিয়ার। গত ১৬ আগস্টের দাম বেড়েছিল বিয়ার ও দেশে তৈরি বিদেশি মদের। কিন্তু বহু খুচরো বিক্রেতা ও দোকানে পুরনো দামের মদ স্টক করে রেখেছে। যতক্ষণ না সেই সমস্ত মদ ও বিয়ার বিক্রি হচ্ছে ততক্ষণ নতুন দামের মদ বিক্রি করা হবে না। ফলে পুজোর সময় পুরনো দামেই মদ বিক্রি হবে। বৃহস্পতিবার জানা গিয়েছে, বহুল বিক্রিত ব্র্যান্ডের মদ ও বিয়ার পুরনো দামে আরও ৬-৭ দিন বাজারে পাওয়া যাবে। আর তুলনামূলক কম বিক্রি হওয়া ব্র্যান্ডের বিয়ার, দেশে তৈরি বিদেশি মদ পাওয়া যাবে আরও এক মাস। ফলে পুজোর সময় পুরনো দামেই মিলবে মদ।

বাঁশদ্রোণীর মৃত কিশোরের বাড়িতে কংগ্রেস প্রতিনিধি দল

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি. স.) বাঁশদ্রোণী এলাকায় নবম শ্রেণির ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় বৃহস্পতিবার মৃত ছাত্রের বাড়িতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল উপস্থিত হন। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার—সহ দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা। উল্লেখ্য, বুধবার সকালে কলকাতা পুরসভার ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক নবম শ্রেণির ছাত্র কোচিং সেন্টারে যাচ্ছিল। সেই সেন্টারের কাছে চলছিল রাস্তা সারাইয়ের কাজ। সেখানে থাকা এক জেসিবি ওই ছাত্রকে ধাক্কা মারে। পিষে দেয় গাছের সঙ্গে। মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে ওই ছাত্রের। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। এই ঘটনার পরেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাঁশদ্রোণী। ছাত্রের মৃত্যুর পর থেকে এলাকায় দেখা মেলেনি স্থানীয় কাউন্সিলর অনিতা কর মজুমদারের। পাটুলি থানার ওসিকে আটকে রেখে বিক্ষোভ চলে।

প্রাক্তন পুলিশকর্তার আবেদনে সাড়া দিল না হাইকোর্ট

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): "যৌনকর্মীদের এর থেকে বেশি অসম্মান করার জন্য আর কিছুর দরকার হয়? যৌনপল্লিতে যাঁরা থাকেন তাঁরা অসহায়। তাঁদের উদাহরণ হিসেবে টেনে আনা ঠিক হয়নি।" বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের নির্দেশ, সব পক্ষকে তাঁদের বক্তব্য হলফনামা আকারে জমা দিতে হবে। আগামী ১৮ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

বৃহস্পতিবার একটি মামলার শুনানিতে অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার পঙ্কজ দত্তর উদ্দেশে এই মন্তব্য করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। এদিনও আদালত পঙ্কজবাবুর আবেদনে সাড়া দিল না। কারণ দর্শিয়ে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ জানান, বক্তব্য অনভিপ্রেত।

বিচারপতির কথায়, এটা কীভাবে বলা যায়? উদাহরণ টেনে বলতে গিয়ে যৌনপল্লির কথা বলা ঠিক না। বলতে পারবেন, আমি আপনি যেখানে থাকি, সেই জায়গাগুলো কি নিরাপদ? আচমকা সোনাগাছির কথা মনে হলো কেন?'

এর আগে, হাইকোর্টে তাঁর মক্কেলের রক্ষাকবচ চেয়ে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানান পঙ্কজ দত্তের আইনজীবী। কিন্তু বিচারপতি সেসময় সাফ জানান, সব পক্ষের কথা না শুনে এই মুহূর্তে কোনওরকম রক্ষাকবচ দেওয়া সম্ভব নয়। বিচারপতি পঙ্কজ দত্তের আইনজীবীর উদ্দেশে এর আগেই বলেছিলেন, কথাগুলো কী ভেবে বলা হয়েছে তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেভাবে বলা হয়েছে সেটাই। নারীদের অসম্মান করার জন্য এই কথাগুলোই যথেষ্ট।প্রসঙ্গত, আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলোচনা সভায় অন্যতম বক্তা ছিলেন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার পঙ্কজ দত্ত। যেখানে তিনি বলেন, "এটা অন্য জায়গা হলে বলতাম। এই ঘটনা যদি সোনাগাছিতে ঘটত আমরা বলতাম হতেই পারে, এই ঘটনা আর জি করের মতো জায়গায় হতেই পারে না।" এহেন মন্তব্যের পরই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়।

পুজোর আগে পার্থর জামিনের সম্ভাবনা কম জানাল কলকাতা হাই কোর্ট

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলা পুজোর আগে নিষ্পত্তির সম্ভাবনা কম। বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়ে দিল কলকাতা হাই কোর্ট।

নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার পার্থবাবুর জামিন মামলার বৃহস্পতিবার শুনানি ছিল হাই কোর্টে। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, পুজোর আগে এই মামলার নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। পাশাপাশি, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে পার্থের বিরুদ্ধে ইডির মামলায় জামিনের আর্জিটি বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। শীর্ষ আদালতে সেটিরও পরবর্তী শুনানি রয়েছে ১৭ অক্টোবর। অর্থাৎ, পুজোর পরে। সে ক্ষেত্রে কোনও অবস্থাতেই পুজোর আগে জেলমুক্তি হচ্ছে না পার্থর।

এই নিয়ে টানা তিনটি দুর্গাপুজো জেলেই থাকতে হচ্ছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীকে। আগামী সোমবার হাই কোর্টে ফের উঠবে পার্থবাবুর জামিনের মামলা।

অবশেষে বাঁশদ্রোণীর ঘটনায় পে লোডারের চালককে আটক করল পুলিশ

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): বাঁশদ্রোণীতে ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় অবশেষে পুলিশের জালে ঘাতক জেসিবির চালক। তাঁকে আটক করা হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার খবর পাওয়া গিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ঘটনার পর থেকে চালক পলাতক ছিলেন।মহালয়ার ভোরে বাঁশদ্রোণীতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় নবম শ্রেণির এক ছাত্রের। এলাকার রাস্তা সারাইয়ের জন্য আনা মাটি কাটার যন্ত্রের গাড়ি (জেসিবি) একটি গাছের সঙ্গে পিষে দেয় তাকে। এই ঘটনার পর থেকেই এলাকা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। জেসিবির অভিযুক্ত চালক ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁকে আটক করা হয়েছে বলে খবর।

কর্মবিরতির বিরুদ্ধে এ বার মামলা হল কলকাতা হাই কোর্টে

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির বিরুদ্ধে এ বার মামলা হল কলকাতা হাই কোর্টে। অভিযোগ, কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। আইনের বাইরে গিয়ে তাঁরা কর্মবিরতি পালন করছেন। হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চে শুক্রবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

ার জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন কাণ্ডের প্রতিবাদে বিচার চেয়ে এবং হাসপাতালে নিরাপত্তার কয়েক দফা দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। পালন করছেন কর্মবিরতি। এর বিরুদ্ধে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ডিরেক্টর। মামলাকারী রাজু ঘোষের বক্তব্য, আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ আগেই দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তাঁদের কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত শীর্ষ আদালতের সেই নির্দেশকে লঙ্ঘন করছে। এতে আদালতের অবমাননাও হচ্ছে। এর পরেই মামলাকারীর আবেদন, জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি তোলার জন্য রাজ্যকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দিক হাই কোর্ট। কর্মবিরতি প্রত্যাহার নিশ্চিত করতে রাজ্যের তরফে পদক্ষেপ করা হোক, আর্জি মামলাকারীর।

বুনিয়াদপুর একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার

বুনিয়াদপুর, ৩ অক্টোবর (হি. স.) : শিক্ষকের ভূমিকায় দেখা গেল কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদারকে। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর শহরের অদূরে একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলে পৌঁছে যান তিনি। সেখানেই শিক্ষকের ভূমিকায় দেখা যায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদারকে। ওই বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকাঠামো বৃদ্ধি, শিক্ষার গুণগত মানের উন্নতি ইত্যাদি খতিয়ে দেখা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকার পর্বে যোগদান করেন ড. সুকান্ত মজুমদার।

হাওড়ার শঙ্করমঠে 'গোপ্রতিষ্ঠা ধ্বজ' স্থাপন শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী মহারাজের

হাওড়া, ৩ অক্টোবর (হি.স.): বৃহস্পতিবার গোধ্বজ স্থাপন ভারতযাত্রার দ্বাদশ দিনে হাওড়ার শঙ্করমঠে ধর্মীয় রীতি অনুসারে পূজার্চনার পর শঙ্করাচার্য্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী মহারাজ 'গোপ্রতিষ্ঠা ধ্বজ' (পতাকা) স্থাপন করেন। উল্লেখ্য, শঙ্করাচার্য্য মহারাজ গোমাতাকে রাষ্ট্রমাতা ঘোষণা করার জন্য ২২ সেপ্টেম্বর অযোধ্যাধামে পৌঁছে রামকোট প্রদক্ষিণ করে এই যাত্রা শুরু করেন। এই ঐতিহাসিক যাত্রায় উত্তর-পূর্বের প্রায় সব রাজ্যে গিয়ে গোপ্রতিষ্ঠা ধ্বজ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করা হয়েছে। এই যাত্রা শুক্রবার হাওড়া থেকে জামশেদপুরে পৌঁছবে। আর শনিবার রাঁচিতে গোধ্বজ স্থাপন করা হবে।

জানা গেছে, এই ঐতিহাসিক যাত্রা বড় সাফল্য পেয়েছে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রর মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে গোমাতাকে রাষ্ট্রমাতা হিসাবে ঘোষণা করেছেন। শঙ্করাচার্য্য মহারাজের এই ঐতিহাসিক যাত্রার উদ্দেশ্য, ভারতে গোহত্যা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা এবং গোমাতাকে রাষ্ট্রমাতা হিসেবে ঘোষণা করা। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই নবরাত্রির প্রথম দিনে হাওড়ার শঙ্করমঠে গোধ্বজ স্থাপন করা হয়।শঙ্করাচার্য্য মহারাজ বলেন, গো গঙ্গা কৃপাকাঙ্ক্ষী গোপালমণি জির এই আন্দোলন অত্যন্ত পবিত্র, তাই এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে আমরা এই প্রচারে নিয়োজিত। যারা গরুকে শুধু দুধ বা মাংসের উৎস মনে করে তারা উভয়েই গরুর গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। তিনি বলেন, গোমাতা ছাড়া সব পূজা নিষ্ফল, ৩৩ কোটি দেবতার সেবাই গো সেবা। আমাদের ৩৩ কোটি দেবতার স্বরূপ গোমাতাকেই আমরা প্রথম খাদ্য উৎসর্গ করি। তিনি এও বলেন, ভগবানকে খুঁজতে হলে গো-সেবা কর, ভগবান বলেছেন- আমি সর্বদাই গরুর মাঝে বিচরণ করি।

জম্মু ও কাশ্মীরে কিশতওয়ারে এনকাউন্টার, জঙ্গিদের ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী

কিশতওয়ার, ৩ অক্টোবর (হি.স.): সুরক্ষা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে অশান্ত হয়ে উঠলো জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলা। জঙ্গিদের উপস্থিতি সম্পর্কে খবর পাওয়ার পর কিশতওয়ারের ছাতরু এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, সে জন্য চারিদিক ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী। মাঝেমধ্যেই গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে ওই এলাকায়। ওই এলাকায় আরও বাহিনী পাঠানো হয়েছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও ওই গুলির লড়াই চলছে। জঙ্গিরা কোন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তা জানা যায়নি।

ফুটসাল বিশ্বকাপ : ১২ বছর পর শিরোপা জয়ের কাছাকাছি ব্রাজিল

তাসখন্দ, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : ফুটসাল বিশ্বকাপে ব্রাজিল শেষ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ২০১২ সালে। ১২ বছর পর আবারও শিরোপার হাতছানি ব্রাজিলের কাছে। ফাইনালে যাওয়ার পথে বুধবার রাতে ইউক্রেনকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে সেলেসাওরা। ম্যাচে ব্রাজিলের হয়ে জোড়া গোল করেন দিয়েগো। ইউক্রেনের হয়ে গোল দুটি করেন ইহোর করসুন ও ইহোর চেরনিয়াভস্কি। শেষমেশ ইউক্রেনের করা আত্মঘাতী গোলটিই ইউক্রেনকে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় করে। ৬ অক্টোবর ফাইনালে ফ্রান্স বা আর্জেন্টিনার মধ্যে সেমিফাইনালে জয়ী দলের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে দুটিই দল খেলবে।

পাকিস্তান ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন উসমান কাদির

করাচি, ৩ অক্টোবর (হি.স.): বৃহস্পতিবার কিংবদন্তি স্পিনার আব্দুল কাদিরের ছেলে লেগ স্পিনার উসমান কাদির মাত্র ৩১ বছর বয়সেই পাকিস্তান ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা করলেন। উসমান কাদির পাকিস্তানের হয়ে ২৫ টি-টোয়েন্টি , ১টি ওয়ানডে খেলেছেন। কাদির ২৫ টি-টোয়েন্টি খেলে ৩১টি উইকেট নিয়েছেন। কাদির শেষবার পাকিস্তানের হয়ে এশিয়ান গেমসে খেলেছিলেন। অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে একটি দীর্ঘ বিবৃতিতে এই লেগ স্পিনার লেখেন, পাকিস্তান ক্রিকেট থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন বলে এই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি এবং সেই সঙ্গে তার কোচ এবং সতীর্থদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন উসমান কাদির।

রাবার বাগান থেকে চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর:রাবার বাগান থেকে রাবার স্কেপ চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে এক যুবক। তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এলাকাবাসী।

কমলাসাগর বিধানসভার হরিহরদোলা রাবার বাগান থেকে দীর্ঘদিন ধরে রাবার স্কেপ চুরি হয়ে যাচ্ছিল। তাই হরিহরদোলা রাবার চাষিরা রাবার বাগান দীর্ঘদিন ধরে পাহারা দিচ্ছিল।তারই মধ্যে বৃহস্পতিবার দিন প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে হরিহরদোলার একটি বাগানে দেবীপুর কেনানিয়ার এক যুবক শ্যামল নন্দীকে দেখতে পায় রাবার বাগান থেকে ক্যাপ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন তাকে এলাকাবাসী মিলে আটক করে দেখতে পায় তার কাছে রয়েছে রাবার বাগান থেকে তোলা প্রায় ৫০ কেজি রাবার স্কেপ। পরবর্তীতে এলাকাবাসী তাকে মধপুর থানায় হাতে তুলে দেয়।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কারণ, তিনি নিজের পিঠ বাঁচাতে চাইছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। কিন্তু জনগণ নিজেদের ভুল বুঝতে পড়েছেন। তাই নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগনকে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধে এগিয়ে আসতে হবে।

তাঁর অভিযোগ, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। জনগণকে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। ভোট প্রদান করতে আসলে হুমকির মুখে পড়তে হয়েছিল জনগণকে। তারপর শাসক দল বিজেপির আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা বিরোধীদলের কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছিল। সিপিএমের প্রার্থীদের মনোনয়ন দাখিলে বাধা দিয়েছিল। ফলে সিপিএমের একাধিক কর্মী আহত ও একজন নিহতও হয়েছিলেন। তাতেই স্পষ্ট রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা তলানিতে ঠেকেছে।

তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের পূর্বেই রাজ্যের প্রায় ৭১ শতাংশ আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন। তারপরও ভোট গ্রহণের দিন ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ভোটারদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তেমনি, ভোট গণনার দিনও শাসক দলের আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা রাজ্যের সন্ত্রাসের বাতাবরণ কায়েম করে রেখেছিলেন। বিভিন্ন ব্লকের গণনা কেন্দ্রে বিরোধীদলের কর্মীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি।

এদিন তিনি আরো বলেন, রাজ্যে টাকার বিনিময়ে সরকার চাকুরী প্রদান করছে। সরকারী চাকুরিতে দুর্নীতির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বহিরাজ্যের যুবকরা বাঁকা পথে পিআরটিসির সের্টিফিকেট নিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সরকার কোনো ব্যবস্থা নেই নি। তাই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বেকার সমস্যা সুরাহের জনি জনগনকে একত্রে লড়াই করতে হবে। তাছাড়া, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। পুলিশ নিরব ভূমিকা নিচ্ছে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় সিপিএমের রাজত্বকালে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে নি। শুধু সমস্যা তৈরী করেছিল সন্ত্রাসবাদীরা। তাঁদের আক্রমনের শিকার হয়েছিলেন বহু মন্ত্রী, বিধায়ক এবং নিরীহ জনগন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ততালীন সরকার চলে যাওয়ার পর ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদীরা আক্রমণ করে নি। কিন্তু দশ বছরের ব্যবধানে শত শত সন্ত্রাসবাদী আত্মসমর্পণ করেছে। এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর তদন্ত করা দরকার।

এদিন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, রাজ্যবাসী বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। একাধিক অপরাধের সাথে শাসক দলের কর্মকর্তা জড়িত রয়েছে। যখন পুলিশ এবিষয়ে জানতে পারে তখন একদম ও তাঁদের তদন্ত প্রক্রিয়া এগোতে পারে না। তাঁর অভিযোগ, অপরাধীদের দ্বারা বিজেপি সরকার ত্রিপুরায় ক্ষমতায় রয়েছে। তাই বিভিন্ন কর্মকান্ডে অপরাধীদের ধরার সেই উদ্যোগ নেই। রাজ্যে শুধু আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার বিঘ্ন হচ্ছে না, অর্থনৈতিক দিক দিয়েও অবনতিও হচ্ছে। তাই অপশাসনের হাত থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে জনগণকে একত্রে লড়াই করতে হবে।

চিন্তিত শিল্পীরা

● প্রথম পাতার পর

গ্রামীণ বাজার গুলতে ছোট থেকে মাঝারি ব্যবসায়ী সবাই হা করে তাকিয়ে আছে। কেনাকাটা অনেকটাই একেবারে মন্দা।

বিগত কিছুদিন আগে গেল ভয়াবহ বন্যা, যা অর্থনৈতিকভাবে কমবেশি সবাই ক্ষতিগ্রস্ত। এই অবস্থায় আবারো প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা, গ্রামীন এলাকার সাধারণ মানুষ একবারে পুজোর প্রাক মুহূর্তে যেন অসহায়! বৃহস্পতিবার সকালবেলায় কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকার প্রবীণ মৃৎ শিল্পী গৌরাঙ্গ পাল, নিরঞ্জন সরকার, প্রাণজিত পাল সহ আরো কয়েকজনের সাথে আলাপচারিত এমনটাই বুঝা গেল। কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকার আরো বেশ কয়েকজন কাপড় দোকানের মালিকের সাথে কথা বলেও জানা গেল পূজার বাজার কেমন হয় তারাও চিন্তিত।

হাইকোর্টে মামলা

● প্রথম পাতার পর

মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন কাণ্ডের প্রতিবাদে বিচার চেয়ে এবং হাসপাতালে নিরাপত্তার কয়েক দফা দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। পালন করছেন কর্মবিরতি। এর বিরুদ্ধে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ডিরেক্টর।

মামলাকারী রাজু ঘোষের বক্তব্য, আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ আগেই দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তাঁদের কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত শীর্ষ আদালতের সেই নির্দেশকে লঙ্ঘন করছে। এতে আদালতের অবমাননাও হচ্ছে।

এর পরেই মামলাকারীর আবেদন, জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি তোলার জন্য রাজ্যকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দিক হাই কোর্ট। কর্মবিরতি প্রত্যাহার নিশ্চিত করতে রাজ্যের তরফে পদক্ষেপ করা হোক, আর্জি মামলাকারীর।

মন কি বাত অনুষ্ঠানের

● প্রথম পাতার পর

বাত"-এর ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বলেছেন যে শ্রোতারাই এই অনুষ্ঠানের উপস্থাপক। তিনি শত শত চিঠি ও পরামর্শের জন্য জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। 'মন কি বাত"—এর ১১৪তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৩ অক্টোবর বিজয়াদশমীর দিন এই অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই বছর ৩ অক্টোবর যখন "মন কি বাত" ১০ বছর পূর্ণ করবে, সেদিন নবরাত্রির প্রথম দিন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছেন দেশে কত প্রতিভাবান মানুষ আছেন, যাঁরা নিঃস্বার্থ সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। অনুষ্ঠানে উত্থাপিত বিষয়গুলো নিয়ে গণমাধ্যমও প্রচার শুরু করার জন্য 'মন কি বাত"—এর সর্ব শেষ পর্বে প্রধানমন্ত্রী রেডিও, টেলিভিশন, ইউটিউব ও প্রিন্ট মিডিয়াকে ধন্যবাদ জানান । উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ৩ অক্টোবর আকাশবাণী নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয় রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত-এর যাত্রা শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানের মূল বিষয়বস্তু প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত কর্মসূচি, উল্লেখযোগ্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত এবং আচরণগত নানা বিষয়।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

হবে। দিব্যাঙ্গজনদের মেধা তালিকায় নির্বাচনে কাট অফ মার্কস কত ছিল তা জানাতে হবে। গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে ৬৩ টি দিব্যংজনদের জন্য শূন্য পদ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের থেকে নিয়োগ করতে হবে। মৌখিক পরীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নের মান কত ছিল জানাতে হবে।

ক্লাব লীগ ফুটবলে লাল বাহাদুরকে হারিয়ে রানার্স ট্রফি ব্লাডমাউথের ঘরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় ব্লাডমাউথের।তাও সুপার লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়নের দাবিদার লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে হারিয়ে। প্রথমার্ধে ব্লাড মাউথ তিন গোলে এগিয়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত ৪-২ গোলে জয় ছিনিয়ে একেবারে দ্বিতীয় শীর্ষে উঠে এসে রানার্স ট্রফি জিতে নিয়েছে। প্রথম ম্যাচে ড্র, দ্বিতীয় ম্যাচে পরাজয় এবং তৃতীয় ম্যাচে দুর্দান্ত জয় ব্লাড মাউথকে এবার রানার্স খেতাব এনে পেয়েছে। শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল সুদৃশ্য ট্রফির পাশাপাশি পেয়েছে ৭৫ হাজার টাকার প্রাইজ মানি।

গোলের শুরু খেলার ৯ মিনিটের মাথায়। টাকেল লাম্বাম ববিশের

পয়েন্ট তালিকা : এ ডিভিশন, সুপার লীগ ফুটবল

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
এগিয়ে চল	৩	২	০	১	৯-১	৭
ব্লাডমাউথ	৩	১	১	১	৫-৫	৪
রামকৃষ্ণ ক্লাব	৩	১	২	০	৫-৮	৩
লালবাহাদুর	৩	১	২	০	৬-১১	৩

পা থেকে। ৯ মিনিট বাদে মালসালুম কিমা সাঙ্গার গোলে ব্যবধান বেড়ে দুই -শূন্য হয়। প্রথমার্ধের খেলার শেষ পর্যায়ে তাখেল লাম্বা ববিশে আরও একটি গোল প্রথমার্ধে ব্লাড মাউথ ৩-০ তে লিড নেয়। পক্ষান্তরে লালবাহাদুরের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা গোল পরিশোধের কোনও সুযোগ পায়নি। তবে দ্বিতীয়ার্ধের ১২ মিনিটের মাথায় লাল বাহাদুরের নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকার ভান্নলাল খালমোয়ানা একটি গোল পরিশোধ করে ব্যবধান কমিয়ে আনে। লাল বাহাদুর খেলোয়ারদের গতি বেড়ে যায়।

চেষ্টা চালায় গোল পরিশোধ করে খেলায় প্রথমত সমতা ফিরিয়ে আনতে। ৭২ মিনিটের মাথায় রিচার্ড থোয়ামা আরও একটি গোল করলে লাল বাহাদুর এর পক্ষে ব্যবধান কমে দুই-তিন হয়। ম্যাচের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাত্রা আরও বেড়ে যায়। খেলোয়ারদের মধ্যে রাফ এন্ড টাফ আক্রমণ প্রতি আক্রমণ চলতে থাকে।

ম্যাচের লাগাম টেনে ধরার লক্ষ্যে রেফারিও কন্টিনিউ হলুদ কার্ড দেখিয়ে খেলোয়াড়দের সতর্ক করতে থাকেন। এদিকে ৭৬ মিনিটের মাথায় ব্লাড মাউথের সুযোগ সন্ধানী এম নরেশ মেথি আরও একটি গোল করলে ব্যবধান ৪-২ হয়। পরবর্তী সময়ে এমনকি একেবারে শেষ মুহূর্তে ইনজুরি টাইম পর্যন্ত কার্ডের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হলেও আর কোনও গোলের সুযোগ কেউ বের করতে পারেনি। উল্লেখ্য, জোড়া গোলদাতা ববিশকে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব দেওয়া হয়। এদিকে দুইবার হলুদ কার্ড দেখার সুবাদে অমিত জমাতিয়াকে একেবারে শেষ মুহূর্তে লাল কার্ড দেখিয়ে রেফারি মাঠ থেকে বের করে দেন। এছাড়া, ব্লাড মাউথের আরও তিনজন এবং লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের চারজনকে খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি হলুদ কার্ড দেখান। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি নিজাম তামুলারি, বিপ্লব সিংহ, পল্লব চক্রবর্তী ও সত্যজিৎ দেব রায়।

আবারও ক্লাব ফুটবলে ঐতিহাসিক দ্বি-মুকুট জয় এগিয়ে চলো সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। যোগ্য দল হিসেবেই এগিয়ে চল সংঘ চ্যাম্পিয়ন। সিনিয়র ডিভিশন ক্লাব ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অটুট এগিয়ে চল সংঘের। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন ফুটবলের সুপার লিগের শেষ দিনের শেষ ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ ৪ গোলের ব্যবধানে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে পরাজিত করেছে। জয়ের সুবাদে পুরো ৩ পয়েন্ট নিয়ে সুপার লিগে তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট প্রাপ্তির সুবাদে এককভাবে শীর্ষে থেকে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল ট্রফি এবারও শোভা বর্ধন করবে এগিয়ে চল সংঘের আঙ্গিনা। বিজয়ী দল এগিয়ে চল সংঘ খেলার প্রথমার্ধে তিন গোলে এগিয়ে ছিল। বিজয়ী দলের পক্ষে রাজেন্দ্র সিং, মিলন সিং দেবাশীষ রাই ও নাইসা জামাতিয়া প্রত্যেকে একটি করে গোল করেন। খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি ধনেশ শাহ দুদলের ছয়জনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। খেলা শেষে মাঠে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের ট্রফি এবং প্রাইজ মানিতে পুরস্কৃত করা হয়। উল্লেখ্য, সুপার লিগে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছে ব্লাড মাউথের জাবেদ ডার্লং, সর্বাধিক গোলদাতা হিসেবে এগিয়ে চলো সংঘের দেবাশীষ রাই ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের রিচার্ড যুগ্মভাবে পুরস্কার পেয়েছে। সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার পেয়েছে এগিয়ে চল সংঘের বুদ্ধ দেববর্মা। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, সেরা রেফারি বিপ্লব সিং।

জয়পুরে ভিনু মাঁকড় ট্রফি ক্রিকেটে ত্রিপুরা জম্মু-কাশ্মীর ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। প্রথম ম্যাচেই জয়ের লক্ষ্যে মরিয়া ত্রিপুরার ছেলেরা। জয়পুরে অনূর্ধ ১৯ জাতীয় এক দিবসীয় তথা ভিনু মাঁকড় ট্রফি ক্রিকেটে আগামীকাল ত্রিপুরা জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে খেলবে। উল্লেখ্য, জাতীয় আসরে নামার আগে রাজ্য দলের ছেলেরা কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচের পর অনূর্ধ ১৯ জাতীয় ক্রিকেটে ত্রিপুরা দল ঘোষণা করা হয়েছে। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট চূড়ান্ত দলের নেতৃত্বে দ্বীপজয় দেব। ডেপুটির ভূমিকায় দেবাংশু দত্ত। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট চূড়ান্ত দল জয়পুরেই পার্সোন্যালদের সঙ্গে জয়পুরেই রয়েছে। বিসিসিআই আয়োজিত অনূর্ধ ১৯ জাতীয় ভিনু মাঁকড় ট্রফির খেলা ৪ থেকে ১২ অক্টোবর জয়পুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য দলটি হলো : দ্বীপজয় দেব (ক্যাপ্টেন ও উইকেট কিপার), দেবাংশু দত্ত (ভাইস ক্যাপ্টেন ও উইকেট কিপার), আয়ুষ অনিল দেবনাথ, শশীকান্ত বিন, রায়হান আহমেদ আরমান, রোহন বিশ্বাস, রাকেশ রুদ্র পাল, অর্কজিত রায়, রিয়াদ হোসেন, সৌরভ সাহা, তনয় মন্ডল, রাহুল সূত্রধর, অভিক পাল, শুভজিৎ সঞ্জীব দাস, অভিরাজ বিশ্বাস। সাপোর্ট পার্সোন্যাল হিসেবে রয়েছেন ম্যানেজার কাম অবজারভার দেবজ্যোতি দত্ত, লজিস্টিক ম্যানেজার বিবেক ভট্টাচার্য, কোচ অমিতাভ বিলাশকর, সন্দীপ ব্যানার্জি, সুবল চৌধুরী, ফিজিও রাজেশ কুমার মোদক, ট্রেইনার উত্তম দে। বলা বাহুল্য, ত্রিপুরা দলের দ্বিতীয় ম্যাচ ৬ অক্টোবর, তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে। ৮ অক্টোবর তৃতীয় ম্যাচ মিজোরামের সঙ্গে। ১০ অক্টোবর চতুর্থ ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে ওড়িশাল বিরুদ্ধে। গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচ ১২ অক্টোবর ত্রিপুরা, পাঞ্জাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

চ্যাম্পিয়নস লিগ: লিলের কাছে হার রিয়ালের

প্যারিস, ৩ অক্টোবর (হি.স.): বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগ ম্যাচে ফরাসি ক্লাব লিলের কাছে ১-০ গোলে হেরে গেল স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা রিয়ালকে হারিয়ে দিল তারা। ২০২৩ সালের মে মাসের পর এই প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হারল রিয়াল। বিরতির ঠিক আগে গোল খায় রিয়াল। বক্সে এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার হাতে বল লাগায় পেনাল্টি পায় লিলে। কানাডার ফরোয়ার্ড ডেভিড স্পট কিকে এগিয়ে দেন স্বাগতিকদের। দ্বিতীয় হাফের ৫৭তম মিনিটে মাঠে নামেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। কিন্তু মাঠে তিনি নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি। শেষ দিকে আর গোলের দেখা পায়নি তারা। ফলে ফ্রান্স থেকে হার নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল মাদ্রিদ।

চ্যাম্পিয়নস লিগ : সালাহর রেকর্ড, জয় পেল লিভারপুল

লিভারপুল, ৩ অক্টোবর (হি.স.): ঘরের মাঠে ইতালিয়ান ক্লাব বোলোগনার বিরুদ্ধে নিজেও গোল করলেন এবং গোলও করালেন লিভারপুল তারকা মোহাম্মদ সালাহ।

বুধবার অ্যানফিল্ডে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে বোলোগনার বিপক্ষে ২-০ গোলে জয় পেল লিভারপুল। ম্যাচের ১১ মিনিটে সালাহর বাড়ানো পাশ থেকে ম্যাক অ্যালিস্টার লিভারপুলকে এগিয়ে দেন।এরপর প্রথমার্ধে আর কোনও গোল হয়নি। ম্যাচের ৭৫তম মিনিটে লিভারপুলকে দ্বিতীয় গোল এনে দেন সালাহ। এই গোল করে রেকর্ডে নাম লেখান সালাহ। ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় অ্যানফিল্ডে সালাহর এটি টানা পঞ্চম ম্যাচে গোল। লিভারপুলের হয়ে এমন কীর্তি আর কোনও খেলোয়াড়ের নেই।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সচিবালয়ে এক্সটারনেলি এইডেড প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা সভা

রাজ্যের সার্বিক বিকাশে এক্সটারনেলি এইডেড প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। রাজ্যের সার্বিক বিকাশে এক্সটারনেলি এইডেড প্রকল্পগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ফান্ডিং এজেন্সিগুলির নির্দিষ্ট শর্তাবলিগুলি মেনে প্রকল্পসমূহ রূপায়নে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। আজ সচিবালয়ের ২ নং সভাকক্ষে রাজ্যে রূপায়িত এক্সটারনেলি এইডেড প্রকল্পগুলি পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, এক্সটারনেলি এইডেড প্রকল্পগুলি রূপায়নে স্বচ্ছতার উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রকার সমস্যা হলে তা দ্রত উর্দ্ধতন কর্তপক্ষের নজরে নিয়ে আসতে হবে। এতে জনগনও এই প্রকল্পগুলির সুযোগসুবিধা সঠিক সময়ে গ্রহণ করতে পারবেন।

সভায় অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এক্সটারনেলি এইডেড প্রকল্পগুলির নীতি নির্দেশিকা, সঠিক সময়ে রূপায়নের পাশাপাশি বড় মাপের প্রকল্পগুলির পর্যায়ক্রমে করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা বলেন, ফান্ডিং এজেন্সীগুলির নীতিনির্দেশিকা মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক্সটারনেলি এইডেড প্রকল্প বাস্তবায়ণে রূপায়নকারী দপ্তরগুলিকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পাণ্ডে, সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন। সভায় অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় রাজ্যে রূপায়িত এক্সটারনেলি এইডেড প্রকল্পগুলির বর্তমান অবস্থা সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে রূপায়িত ১০টি এক্সটারনেলি এইডেড প্রকল্পের কর্মসূচি, প্রকল্প ব্যয়, প্রকল্প সময়সীমা, প্রকল্পের অর্থ প্রদানকারী সংস্থা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তাছাড়াও তিনি প্রস্তাবিত এক্সটারনেলি এইডেড প্রকল্পগুলি নিয়েও আলোচনা করেন।

নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে পুলিশের প্রচেষ্টায় ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর: নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে প্রতিনিয়ত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। এই অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য খোয়াই পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।আজ সামাজিক মাধ্যমে তিনি বলেন, আজ মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৯৭৭৫ টি ফেনসিডিল এবং এসকফ বোতল বাজেয়াপ্ত করে। সাথে চালক ও সহ-চালককে গ্রেপ্তার করে। আরেকটি অভিযানে, খোয়াই পুলিশ চেরমা নাকা পয়েন্টে একটি গাড়ি আটক করে প্রায় ৫০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে। দুই থানায় মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

শারদোৎসব উপলক্ষে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর: আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম জেলা আরক্ষা প্রশাসন এই সভার আয়োজন করে। এদিনের সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ, বিভিন্ন ক্লাব ও পুজা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ অংশ নেন।

সভায় আলোচনার সূচনা করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চিরঞ্জীব চক্রবর্তী। তিনি পুজা উদ্যোক্তাদের সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান জানান। সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার আশা প্রকাশ করেন এবারের দুর্গোৎসব জেলা প্রশাসন, আরক্ষা প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও ক্লাবগুলির সহযোগিতায় আনন্দময় হয়ে উঠবে। কারও সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তিনি সিএম হেল্পলাইন ১৯০৫-এ ফোন করার আহ্বান জানান। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে আসন্ন দুর্গোৎসবকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি পুজা প্যান্ডেলে সবসময় পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রাখার পাশাপাশি রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্দারিত ১৪টি নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান জানান।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য বলেন, সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১৪ অক্টোবর মহারাণী তুলসীবতী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের (ছাত্রীনিবাস) সামনে থেকে মায়ের গমন অনুষ্ঠান শুরু হবে। মায়ের গমনে যে সকল ক্লাব ও পূজা কমিটি অংশ নিতে চায় তাদেরকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তার কার্যালয়ে আগামী ৭ অক্টোবরের মধ্যে অনলাইন বা অফলাইনে দরখাস্ত জমা দিতে হবে। তিনি জানান, বিচারকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সহ রাজ্যের অন্যান্য জেলায় মোট ৪টি ক্যাটাগরিতে শারদ সম্মান দেওয়া হয়।

ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য সচিব ড. বিশু কর্মকার শব্দ দূষণের নীতি নির্দেশিকা ক্লাবগুলিকে মেনে চলার আহ্বান জানান। স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. শংকর দাস আসন্ন দুর্গা পুজোয় ক্লাবগুলিকে এইচআইভি/এইডস রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করার আহ্বান জানান। এ বিষয়ে তিনি ক্লাব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন স্লোগান ডিসপ্লে করার অনুরোধ জানান। এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন সদর মহকুমার এসডিপিও মানিকলাল দাস, আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মিউনিসিপাল কমিশনার সুব্রত বণিক। উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমার মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস।

মোবাইলের দোকানে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ অক্টোবর: বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে একটি মোবাইল ফোন বিক্রয়ের দোকানে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে।বৃহস্পতিবার সকালে প্রবল বর্ষণের মধ্যে বিশালগড় লালসিংমুড়া স্যান্ডে একটি মোবাইল ফোনের দোকানে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটে।পরবর্তী সময়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে বড় ধরনের আগুনের হাত থেকে এলাকাকে রক্ষা করে। তবে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত বলে জানিয়েছেন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের লিডিং ফায়ারম্যান নির্মল দেবনাথ।

পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ অভিযানে ভারতীয় টাউট আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানা জিআরপি এবং বিএসএফের যৌথ অভিযানে এক ভারতীয় টাউটকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে পূর্বের একটি মামলার সাথে জড়িত রয়েছে বলে জানান জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস।ওসি তাপস দাস বলেন, আজ ভোরবেলায় মতি নগর গিলামুড়া থেকে বিএসএফ এবং সোনামুড়া থানার সহযোগিতায় এক ভারতীয় টাউটকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। সে মতিনগর গিলামুড়ার বাসিন্দা নাজমুল হোসেন (১৯)। তাঁকে পুলিশ রিমান্ড এনে ওই এলাকা থেকে আরো মানব পাচার কারী ধরা পরবে বলে অনুমান করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

জুভেনাইল জাস্টিক অ্যাক্ট ও চাইল্ড লেবার সম্পর্কিত আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর: ভগৎ সিং যুব আবাসে বৃহস্পতিবার জুবেনাইল জাস্টিক অ্যাক্ট ও চাইল্ড লেবার সম্পর্কিত বিষয়ে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে জুভেনাইল জাস্টিক অ্যাক্ট ও চাইল্ড লেবার সম্পর্কিত বিষয়ে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালিত হয়।এ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি এস সি চট্টোপাধ্যায় সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন দাস ,রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন জয়ন্তী দেববর্মা এবং মেম্বার চামেলি সাহা প্রমূখ।

বাঙালি নারী সমাজের উদ্যোগে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর: বাঙালি নারী সমাজের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। বাঙালি নারী সমাজের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার শারদোৎসবকে সামনে রেখে দু:স্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষকে আসন্ন দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে দু:স্থদের মধ্যে বস্ত্রদানে এগিয়ে আসতে আহ্বান রাখেন আমরা বাঙালি নারী সমাজ। তারা বলেন দুর্গাপূজা বাঙ্গালীদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব।

এই উৎসবে হিন্দু বাঙালিরা যাতে সকলের সঙ্গে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠতে পারেন সেজন্য আমাদের সমাজের সকলকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। বাঙালি নারী সমাজের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছে বিভিন্ন মহল।

স্বপ্নচূড়া সামাজিক সংস্থা ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ অক্টোবর:বৃহস্পতিবার স্বপ্নচূড়া সামাজিক সংস্থা ও ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় হীরাছড়া এসবি স্কুলে, বিপর্যয় মোকাবিলার উপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কৈলাশহর অফিসার ইনচার্জ মোহন সিং জমাতিয়া। স্মানিত অতিথির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিপিও শুভজিৎ নাথ, প্রথম ব্যাটেলিয়ান এনডিআরএফ এর ইন্সপেক্টর সুশীল কুমার, ইরানি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য ইসমাইল আলী, হীরাছড়া এডিসি ভিলেজে প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্র উরাং, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান সুমন বাউরী, সমাজসেবী শ্রীকুমার সরকার, স্বপ্নচূড়া সামাজিক সংস্থার সম্পাদক মো. জামাল উদ্দিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট আজির মিয়া।

অনুষ্ঠানের সভাপতি করেন হীড়াছড়া এসবি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাখাল দাস। অনুষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মী ও এনডিআরএফ বাহিনীরা বিপর্যয় মোকাবিলার হাত থেকে কিভাবে প্রাথমিকভাবে বেঁচে যাওয়া যায় তার উপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন। এনডিআরএফ প্রথম বাহিনীর জওয়ানরা খুব সুন্দরভাবে তাদের মহড়া প্রদর্শিত করেন।

স্কুলের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর পাশাপাশি এলাকার জনগণ ও অভিভাবক গন এই মহড়া মনোযোগ সহকারে দেখেন। স্বাভাবিক ভাবেই এলাকার সাধারণ নাগরিকের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। প্রায় ৩০০ জন লোকের উপস্থিতিতে আজকের এই অনুষ্ঠান এক উৎসবের মেজাজ লক্ষ্য করা যায়।আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বপ্নচূড়ার সামাজিক সংস্থার সম্পাদক মোঃ জামাল উদ্দিন, এনডিআরএফ এর ইন্সপেক্টর সুশীল কুমার, কৈলাসহর ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ মোহন সিং জমাতিয়া, জেলা প্রশাসনের বিপর্যয় মোকাবিলার দপ্তরের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ডিপি ও শুভজিৎ নাথ। আজকে এই অনুষ্ঠানে হীরাছড়া এডিসি ভিলেজ সহ ইরানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু জনগণ এবং ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। এই প্রথম স্বপ্নচূড়া সামাজিক সংস্থা এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ধরনের সচেতনতা শিবির করার কারনে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি এলাকার লোকজন।

বিশ্ববন্ধু সেনের উদ্যোগে একান্নটি বুথে মহিলাদের মধ্যে শাড়ি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ অক্টোবর: বৃহস্পতিবার ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন একান্নটি বুথের জনগণের মধ্যে ২৫৫০ শাড়ি বিতরণ করেন।আসন্ন দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে দু:স্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন। এই সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এদিন ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ৪৫টি বুথের জনগণের মধ্যে ২৫৫০ টি শাড়ি কাপড় বিতরণ করেন তিনি। এছাড়া দুই থেকে ১২ বছরের শিশুদের মধ্যে পূজা উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তিনি।বৃহস্পতিবার এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি শ্যামল নাথ ,পুর পরিষদের চেয়ারপারসন মিতালী দাস সেন, ভাইস চেয়ারপারসন মঞ্জু নাথ প্রমুখ।

চিত্র বাণী অঙ্কন স্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে ২ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ অক্টোবর: খোয়াইয়ের স্বনামধণ্য চিত্র বাণী অঙ্কন স্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে ২ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিশাল ক্যানভাস ড্রয়িং এর মধ্য দিয়ে মুল পর্বের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় মহালয়ার সাত সকালে।উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই মহকুমা শাসক সুশ্রী চারু, খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথশর্মা, কাউন্সলার পিযুষ কান্তি চৌধুরী, প্রবীন চিত্রশিল্পী সুবোধ চৌধুরী, প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব অভিক প্রসাদ চক্রবর্তী এবং অবসরপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পী গভ কলেজ অব আর্ট ও ক্রাফ শ্যামল চক্রবর্তী।সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের কর্ণধার তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও স্বনামধণ্য চিত্রশিল্পী অমল নাথশর্মা। প্রথমেই ৬ জন অতিথির হাতে ফুল তুলে দিয়ে উনাদের ক্যানভাস ড্রয়িং স্থলে নিয়ে ৬ জন কুশিলব। মহালয়ার প্রাকলগ্নে এরপর শুরু হয় বিশাল ক্যানভাসে রঙ ভরার কাজ।

প্রথমেই মহকুমা শাসক থেকে শুরু করে সমস্ত অতিথিগণ ক্যানভাসে নিজেদের মতো করে রঙ দেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষুদে চিত্রশিল্পীরা একে একে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরে। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে হয় প্রশিক্ষণ শিবির এবং সন্ধ্যায় ক্ষুদে শিল্পীদের নিয়ে হয় আবৃত্তি ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শংসাপত্র ও মেডেল প্রদানের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি হবে দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের।

ওভারব্রিজ নির্মাণের দাবিতে মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর: আবারো কুমারঘাট কেএন রোড এলাকায় রেলওয়ে রাস্তার ওপর ওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন এলাকাবাসী।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, কুমারঘাট শহর থেকে কেএন রোড হয়ে দারচই গ্রাম হয়ে মাছমারা যাবার বিকল্প রাস্তার যাবার পথে রেলওয়ে রাস্তার উপর ওভার ব্রিজের দাবিতে ফেরানীয় মানুষ জড়ো হয়েছেন। আজ তাঁরা কুমারঘাট মহকুমা শাসক অফিসের কর্মরত ডিসিএম অভিজিৎ কুমার দাসের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন।

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, বিগত ২০১৫ সাল থেকে রেলওয়ে রাস্তার উপর ওভার ব্রিজের দাবি নিয়ে তৎকালীন জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দদের কাছে এবং রেলওয়ে দপ্তরের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রেলওয়ে দপ্তরের জেনারেল ম্যানেজার, লামডিং ডিভিশন, বদরপুর রেলওয়ে দপ্তর, পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে এই দাবি নিয়ে লিখিত আকারে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে কোন কাজ হয়নি। ফের এই দাবি নিয়ে অনড় হন এলাকাবাসী। তাঁদের দাবি, ওই এলাকার সাতটি গ্রামের মানুষ প্রতিদিন চলাফেরা করে। তাছাড়া, স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী থেকে বাজারে নিত্যযাত্রী সহ দুই থেকে তিন হাজার মানুষ চলাচল করে।ওই রাস্তার উপর দিয়ে। বিগত দিনে কুমারঘাট কে এন রোড এলাকায় চলাচল করার সময় সাত জন পথচারীরা প্রাণ হারায় এবং একটি গাড়ি ও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।এদিনের ডেপুটেশন প্রধানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী মিহির বরন চৌধুরী, শিশির কুমার দেবনাথ, সঞ্জীত দেবনাথ, দিপক চন্দ, আশিস চাকমা, বিজু চন্দ এবং বিধান চন্দ্র চন্দরা ছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদকে একমাত্র শ্রমজীবি ও গণতান্ত্রিক মানুষের ঐক্য দ্বারাই আটকানো সম্ভব: মানিক দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর: সাম্রাজ্যবাদকে একমাত্র শ্রমজীবি ও গণতান্ত্রিক মানুষের ঐক্য দ্বারাই আটকানো সম্ভব। আজ ওয়ার্ল ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নসের ৭৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে একথা বলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে।

এদিন তিনি বলেন, পুঁজিবাদ সারা বিশ্বের ঘুরে বাড়ালে বাঁধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তাঁরা অত্যাচার করবে এবং মানুষকে ঠকাবে কোনো বাঁধা দেওয়া যাবে না। সাম্রাজ্যবাদ নিজের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য যুদ্ধের আশ্রয় নিচ্ছে। সারা বিশ্বে এক উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। গোটা বিশ্ববাসী জানেন সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।

এদিন তিনি আরও বলেন, প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের ঠকানো হচ্ছে। ৪ ঘন্টার জায়গায় ১২ ঘন্টা কাজ করাচ্ছে। এই পুঁজিবাদীদের সঙ্কট ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দায় আমরা বহন করব না। অবিলম্বে মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে বলে দাবি করেন তিনি।

চুরি যাওয়া ১৪ টি মোবাইল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর: বিভিন্ন চুরি যাওয়া ১৪টি মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। আজ উদ্ধারকৃত মোবাইলগুলো প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ জানিয়েছেন, বেশ কিছু দিন যাবৎ এডিনগর, রামনগর, জিবি বাজার সহ বিভিন্ন জায়গায় থেকে মোবাইল চুরি অভিযোগ উঠে আসছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। অবশেষে চোর চক্রকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। চুরি যাওয়া ১৪টি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, আজ প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

নিরাপত্তার নামে বিএসএফ-র দ্বারা বেআইনীভাবে হেনস্থার অভিযোগ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৩ অক্টোবর:ভারতীয় নাগরিক হয়েও বন্দী জীবনযাপন করতে হচ্ছে সোনামুড়ার সাহাপুরের নাগরিকদের। নিয়মের বাইরে গিয়ে সীমান্ত থেকে আটশ মিটার আগে বিএসএফ''র দুটি গেইট থাকার ফলে সমস্যায় ভুগছে গোটা গ্রাম। এমনকি এলাকার একটি বিদ্যালয়ও এই গেইটের ভেতরে পরেছে। ফলে দীর্ঘ প্রায় ২ মাস ধরে সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের। তাদের সমস্যার কথা শুনে বৃহস্পতিবার এলাকা পরিদর্শন করেন কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। কিন্তু তাকেও গ্রামে প্রবেশে বাধা দেয় বিএসএফ।

তিনি জানান, এই গেইটে নিরাপত্তার নামে গ্রামবাসীদের প্রায়শই হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। বাইরে থেকে সামান্য বাজার নিয়েও ঘরে যেতে হলে বিএসএফ তাদের তল্লাশির নামে হেনস্থা করে। স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকদের এই বিষয়ে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। ছাত্রছাত্রীদের কেও বিদ্যালয়ে আসতে গেলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বলে অভিযোগ গ্রামবাসীর। তাই অবিলম্বে এই বিএসএফ গেইট সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমে ১ বছর ৬ মাস বয়সী ইশা রায়ের বিনামূল্যে ক্লেফট লিপ বা ঠোঁট ও কাটাতালুর সফল অস্ত্রোপ্রচার

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। গত ৯ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে ধলাই জেলার মনুঘাট ব্লকের অধীন ঘাগড়াছড়ারবাসিন্দা পিকম রায়ের ঘরে আলো করে আসে তাদের একমাত্র শিশুকন্যা। মনুঘাট সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জন্ম হওয়া এই ফুটফুটে কন্যাশিশুটির মা বাবা তার নাম রাখে ইশা রায়। কিন্তু জন্মের পরেই তার ঠোঁট ও তালু কাটা চিহ্ন দেখা যায়, যা দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠে। শিশুটির পিতা মাতা ও অভিভাবকরা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পরে। পরবর্তী সময় একদিন রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের ডাঃ ওয়েডসন দেববর্মা, ডাঃ প্রীতিলতা দেববর্মা ও ফার্মাসিস্ট সোমেন্দ্র দাস সহ এক মেডিকেল টিম শিশুটিকে স্ক্রিনিং করেন। তাতে শিশুটির ক্লেফট লিপ বা ঠোঁট ও তালু কাটা বিষয়টি চিহ্নিত করেন। এই মেডিকেল টিম শিশুর পিতা মাতা সহ অভিভাবকদেরকে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অধীন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে উক্ত সমস্যাটির সমাধানের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। উক্ত মেডিকেল টিমের কথা শুনে শিশুটির পিতা মাতা মনু সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের চিকিৎসক ডাঃ ওয়েলসন দেববর্মা, ডাঃ প্রীতিলতা দেববর্মা ও ফার্মাসিস্ট সৌমেন্দ্র দাসের সঙ্গে শিশুটির উন্নত চিকিৎসার বিষয়ে পরামর্শ করেন। তখন রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অধীন শিশুটির অস্ত্রোপচারের জন্য গত ৩০ জুন, ২০২৪ আগরতলা হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড ডি.বি আর আম্বেদকর মেমোরিয়াল টিচিং হাসপাতালে পাঠানো হয়। গৌহাটিস্থিত মিশন স্মাইল এর সহযোগিতায় রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমে উদ্যোগে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড ডি.বি আর আম্বেদকর মেমোরিয়াল টিচিং হাসপাতালে ঠোঁট ও তালু কাটা বা ক্লেফট লিপ-এর একটি অস্ত্রোপচার শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তাতে গত ২ জুলাই ২০২৪ শিশুটির ঠোঁট ও তালু কাটা বা ক্লেফট লিপ এর সফল অস্ত্রোপ্রচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পরদিনই শিশুটিকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। অস্ত্রোপচারের পর রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের দৌলতে নতুন জীবন ফিরে পেল ইশা (১ বছর ৬ মাস)। বর্তমানে শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। এর ফলে শিশুটির পিতা মাতা ও অভিভাবকদের মধ্যে খুশির হাওয়া বয়ে যায়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।